তেপান্তরী
Tepantori

❑ ১৬তম সংকলন ❑ বৈশাখ ১৪১২ ❑ 16th Issue ❑ April 2005

প্রবাসীর বড়দিন পূনর্মিলনী উৎসব ২০০৪

নিউইয়র্ক ঃ গত ২৬ শে ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কের সানি সাইডে কুইন অব এ্যানজেলস চার্চে মহা-সারম্বরে, নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি ও কানেকটিকাটের সকল ভাই বোনদের নিয়ে বড়দিন পূর্ণমিলনী উৎসব ২০০৪ অনুষ্ঠিত হয়। শত শত খ্রীষ্ট ভক্তের উপস্থিতিতে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় - আলিঙ্গন, অনুষ্ঠানকে প্রানবন্ত করে তোলে। বিকেল ৪ঃ৩০ মিনিটে বাংলা খ্রীষ্টযাগের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। খ্রীষ্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার ভিনসেন্ট ডেলী ও ফাদার স্ট্যানলী গমেজ। খ্রীষ্টযাগে সুন্দরভাবে গান গেয়ে নির্মল অনূভুতির সৃষ্টি করে প্রবাসীর গানের দল। খ্রীষ্টযাগ শেষে হলে গিয়ে সবাই পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও চা-চক্রে মেতে উঠেন। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শুরুতে মঞ্চে এসে সকলকে বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান পাস্টর এলিও বৈরাগী, পাস্টর স্যানফোর্ড ভৌমিক, ফাদার ভিনসেন্ট ডেলী ও ফাদার স্ট্যানলী গমেজ। এরপর ছোট্টমনিরা উপস্থিত সকলকে খুব সুন্দর একটি বিচিত্রানুষ্ঠান উপহার দেয়। মনোমুগ্ধকর নাচ, গান, কবিতা আবৃতি সকলকে নির্মল আনন্দ দান করে। প্রবাসীর বড়দিন পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে অংশগ্রহণ করেন - এথিনা পাটোয়ারী, জেনিফার পেরেইরা, শিউলী গমেজ, সিলভিয়া ডি'কস্তা, জয়া গমেজ, লোপা গমেজ, (বাকী অংশ ৭ পাতায়)

প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের মহান একুশে উদ্‌যাপন

নিউইয়র্কঃ যথাযোগ্য মর্য্যাদায় ও ভাব-গম্ভীর পরিবেশে প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কুইন্সের সেন্ট এঞ্জেল্‌স চার্চ মিলনায়তনে মহান একুশে উদ্‌যাপিত হয়। সভার প্রারম্ভে একুশের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মঙ্গল কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অতঃপর সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মিঃ যোসেফ ডি' কস্তা ও সাধারন সম্পাদক মিঃ রিচার্ড বিশ্বাসের নেতৃত্বে শহীদের স্মৃতির (বাকী অংশ ৭ পাতায়)

ক্যালিফোর্নিয়ায় বড়দিন ও নববর্ষ উদ্‌যাপন

ক্যালিফোর্নিয়াঃ 'বড়দিন' যেভাবে বছর বছর আসে- ২০০৪ সনের 'বড়দিন' সেভাবেই এসেছিল। ২৫ ডিসেম্বর আগামীতেও একইভাবে আসবে-অন্যথা হবে না। প্রভুযীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন সমগ্র পৃথিবীতে 'বড়দিন' হিসেবে পালিত হয়। ভৌগলিক তথ্যে দিনটি বড় না হলেও সমগ্র সৌরজগতের যিনি রাজাধিরাজ তাঁর জন্মদিন বিধায় আমরা 'বড়দিন' (বাকী অংশ ৭ পাতায়)

মহাপ্রয়াণে পোপ দ্বিতীয় জন পল

বিগত ২রা এপ্রিল, ২০০৫ পূণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পল আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুরপূর্বে তিনি নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তার শ্বাস-নালীতে (বাকী ৭ পাতায়)

টরেন্টোতে বড়দিনের উৎসব

গত ২৬ শে ডিসেম্বর মহা সমারোহে টরেন্টো ডাউন টাউন হলে বাংলাদেশ ক্যাথলিক এসোসিয়েশন অব ওন্টারিও-এর বড়দিন পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। টরেন্টোর খ্রীষ্ট ভক্তগণ অত্যন্ত আনন্দঘন ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাংলা খ্রীষ্টাযাগের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু (বাকী অংশ ৮ পাতায়)

মেরীল্যান্ডে খ্রীষ্টান যুব সমাজের বড়দিন-মিলন মেলা ২০০৪

২৫ শে ডিসেম্বর সমগ্র খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ভক্তি ও আনন্দ সহকারে বড়দিন উদ্‌যাপন করে। বিশ্বের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে এই দিনটি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব। কারণ এইদিনে মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্ট জন্মগ্রহন করেছিলেন আমাদের জন্য।

২৫ শে ডিসেম্বর শুভ বড়দিন উপলক্ষে সেন্ট ক্যামিলাস চার্চ হলে খ্রীষ্টান বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য এক বিশেষ খ্রীষ্টযাগ (বাকী অংশ ৯ পাতায়)

নর্থ ক্যারোলিনাতে বড়দিন ও একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান

গত ২৫ শে ডিসেম্বর রবিবার নর্থ ক্যারোলিনার "র‍্যালে" শহরে এক মিলনায়তনে সারাদিনব্যাপী এক আনন্দ মেলার আয়োজন করা হয়। নর্থ ক্যারোলিনা'র খ্রীষ্টভক্তগণ ২৩ শে ডিসেম্বর থেকে ২৮ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক এক করে ক্যারি, গার্নার, ওয়েক ফরেষ্ট, র‍্যালে শহরে গিয়ে সকল খ্রীষ্টভক্তদের বাসায় বড়দিনের কীর্তন করে।

২৫ শে ডিসেম্বর সকাল (বাকী অংশ ৮ পাতায়)

ইউনাইটেড বাঙ্গালী লুথারেন চার্চ অব আমেরিকার বড়দিন উদ্‌যাপন

জেমস এস. রয়, নিউইয়র্কঃ অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ইউনাইটেড বাঙ্গালী লুথারেন চার্চ অব আমেরিকা প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টের এ পৃথিবীতে আগমনের বার্ষিকী (ক্রীসমাস) পালন করেছে। উল্লেখ্য স্বয়ং ঈশ্বর মানুষ বেশে যীশুখ্রীষ্টরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন যেন পাপে পতিত মানবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন। ক্রীসমাস বা বড়দিন পালনের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছিল ৩ সপ্তাহ আগে ঘরে ঘরে ক্যারল (কীর্ত্তন) গানের মাধ্যমে। (বাকী অংশ ৯ পাতায়)

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের বড়দিন ২০০৪ ও নববর্ষ পূনর্মিলনী ২০০৫

গত ১লা জানুয়ারী ২০০৫, শনিবার ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটন এলাকার মেরীল্যান্ডে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বড়দিন ২০০৪ ও নববর্ষ ২০০৫ পুনর্মিলনী উৎসব (সেন্ট ক্যামিলা হল, সেন্ট ক্যামিলাস চার্চ, সিলভার স্প্রিং)। অনুষ্ঠানের শুরুতে খ্রীষ্টভক্তদের উদ্দেশ্যে বাংলায় পবিত্র খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার শংকর (বাকী অংশ ৯ পাতায়)

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের পাস্কা পর্ব ২০০৫ সাল

গত ২৭শে মার্চ ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ, রবিবার সন্ধ্যায় ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটন এলাকার মেরীল্যান্ডে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় পাস্কা পর্ব। অনুষ্ঠিত হয় সিলভার স্প্রিং -এর সেন্ট ক্যামিলুস চার্চ মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানের সূচনা লগ্নে খ্রীষ্টভক্তদের উদ্দেশ্যে বাংলায় ও ইংরেজীতে পবিত্র খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন সেন্ট (বাকী অংশ ৮ পাতায়)

CHRISTIAN ORGANIZATIONS IN NORTH AMERICA:

UNITED STATES OF AMERICA:

PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION. INC.
P.O. Box - 1258 Madison Square Station,
New York, NY 10159-1258 USA
Website : www.pbcausa.org
President : Mr. Joseph D'Costa 917-767-4632
General Secretary : Mr. Richard Biswas 718-441-4883
Registered non-profit 501 (C) (3) organization for NY NJ & CT.

SOURCE AND SOLUTION INC. (COOPERATIVE SOCIETY)
P.O. Box -3691 Grand Central Station,
New York, NY 10163-3691 USA
President : Mr. Norbert Mendes 609-936-1194
General Secretary : Mr. Paul Bivuti Bala 718-429-3971

BANGLADESH CHRISTIAN ASSOCIATION
10-08 Balsamwood Drive,
Laurel, MD 20903 USA
Website: www.BCA-DC.org
President : Mr. Simon Pareira 240-295-058
General Secretary : Mr. Joseph Bablu Gomes 301-572-7839

CHRISTIAN JUBO SHAMAJ
1350 Windmill Lane, Silver Spring, MD20805 USA
E-mail: ustadzee@yahoo.com Website: www.bengalichristian.com
Contact : Mr. Colline Gomes 301-384-4921
Mr. Samual D'Costa (Shankar) 202-277-7233

BANGLADESH CHRISTIAN CO-OPERATIVE SOCIETY
516 Pauls Drive, Silver Spring, MD 20903
President : Mr. Jerome Pobitra Rozario 301-439-1370
General Secretary : Mr. Felix M. Gomez 301-890-5139
E-mail : pobitra@aol.com

CANADA :

BANGLADESH CATHOLIC ASSO. OF ONTARIO, CANADA
31 Beacon Hill Road,
Etobicoke, ON M9V 2K8 CANADA
President : Mr. Pascal Gomes 416-745-4650
General Secretary : Mr. James Uzzal Gomes 416-269-1656

BANGLADESH CHRISTIAN COOPERATIVE OF ONTARIO,INC.
55 Lioden Avenue, Toronto, ON M1K 311 CANADA
E-mail : bccso2000@hotmail.com
President : Dr. David Mazumdar 416-267-5221
General Secretary : Mr. Gabriel Sandip Rozario 416-269-2142

THE BANGLADESH CATHOLIC ASSOCIATION OF CANADA MONTREAL
7045 Champagneur Avenue # 8
Montreal, QC H4E 3J2 CANADA
President: Mr. Sunil Gomes 514-748-2762
General Secretary: John Anthony Gomes 514-495-2792

BERMUDA

BENGALI CULTURAL ORGANIZATION, BERMUDA
35 Happy Vally Road
Pambrook HM 12 Hamilton BERMUDA
President: Mr. Robin Deesa 441-296-8336
General Secretary: Mr. Romeo Gomes 441-295-9310

সম্পাদকীয়

শীতের রুক্ষতা থেকে বেরিয়ে এসে জীবন আজ ধীরে ধীরে বসন্তের সবুজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান, একুশের শ্রদ্ধাঞ্জলী, তালপত্র রবিবারের বাংলা খ্রীষ্টযাগ – সব কিছু মিলিয়ে আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব আরও গভীরতর হচ্ছে।

এসব ঘটনাবলী, সাময়িক চিন্তাধারা, দেশে-বিদেশে সকলকে জানানোর পবিত্র দায়িত্ব পালন করে "তেপান্তরী"। আশা করি, "তেপান্তরী"র ১৬তম প্রকাশনা এই সেতুবন্ধন আরও সুদৃঢ় করবে।

পাস্কা পর্ব ও বাংলা নববর্ষ ১৪১২ সালে "তেপান্তরী"র সকল পাঠক-পাঠিকাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

– সম্পাদক মন্ডলী

সম্পাদক মন্ডলীঃ

সাইমন গমেজ
যোসেফ ডি' কস্তা
সুবীর এল রোজারিও

প্রকাশনায় ঃ

প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন

ADDRESS : PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION, INC.
P.O. Box - 1258 Madison Square Station
New York, NY 10159-1258
PHONE : 917-767-4632, 718-805-4941, 718-441-4883
www.pbcausa.org

কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ঃ
রাশেদ আনোয়ার (৯১৭) ৬০৭-৬৮৩৩

The First 21st February 1952

- Raymond Gomes (PBCA Adviser), *E. Elmhurst, New York*

I would like to share my memories with my fellow Bangalees of that Historic Day that took place 53 years ago from today. To me, it seems that this Historic Day happened only yesterday.

I still remember that it was a normal school day. I was a student of class VIII, English medium section. During this period, St. Gregory's High School, Laxmibazar, Dhaka had two sections. One was English medium and the other one Bengali medium.

In spite of being an English medium student, I still went to take part in the demonstration to make Bengali our state language in place of Urdu as the state language of then Pakistan. I believed it to be my sacred duty to take part in the Bengali language movement. I was then 16 years old. Now I am 70 years old.

My friend from Bengali section, Shah Mozzem Hossain, our student leader asked me to go with him to Dhaka Medical College to take part in the demonstration and chant slogans like "Rastro Bhasha Bangla Chai, Nurul Amin Aer Kolla Chai"

I agreed and along with my cousin brother, Andrew and our friend Francis Palmer went to take part in the demonstration for the Bengali Language Movement. While we were chanting the slogans, a truck full of policemen came and told us to stop chanting the slogans and go back to our mother's lap. All of a sudden, the police opened firing blank shells in the air, we got frightened and ran for our lives.

While trying to flee from the policemen, I fell on the iron grill sharp fence, cut my index finger one inch on my left hand and cut the shin half inch on my right leg. I was bleeding. My friends took me to a doctor at a pharmacy, who gave me first aid to stop the bleeding.

Thank God, Bangladesh finally achieved Independence from Pakistan in December 16, 1971. With Independence we got our Mother Tongue Bengali back as our National Language. Today our Probashi Bengali Families here are having problems with some of their children who are leaving home at an early age. I think one of the main problems is that there is a communication gap between Parents and Children. The communication gap is because some parents do not understand English and some children do not understand Bengali. Parents should teach their children to speak and understand Bengali to end the communication gap.

Mother is the best friend and teacher, so children should share their problems and secrets with their mother, so that an amicable solution could be worked out.

Therefore, my advice to children here is "Ask not what your parent's can do for you, what you can do for them."

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.pbcausa.org

উত্তর আমেরিকায় প্রথম বাঙালী ক্যাথলিক পুরোহিত ফাঃ ষ্ট্যানলী গমেজের যাজকত্ব-বরণের একদশক

- সুবীর এল রোজারিও (প্রবাসী'র উপদেষ্টা), উডসাইড, নিউইয়র্ক

আজ থেকে প্রায় একদশক পূর্বে ১৯৯৫ সালের ২৭শে মে, শ্যামল বাংলার যে কৃতি সন্তান উত্তর আমেরিকার ধূসর মাটির বুকে সর্বপ্রথম যাজকপদে অভিষিক্ত হয়ে প্রবাসী বাঙালী জাতির ইতিহাসে সৃষ্টি করেছেন এক নব উষার, উদ্ভাবন করেছেন এক নূতন অভিযাত্রার, যার জীবন-পদ্ধতি ও জীবনাদর্শন অনন্তকাল অনুসরনীয় হয়ে থাকবে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে, তিনি শ্রদ্ধেয় ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ। আজ তার পৌরহিত্য জীবনে অভিষিক্ত হওয়ার দশম বছর পূর্নতায় আমরা তাকে জানাই প্রানঢালা অভিনন্দন। বাল্যবেলায় তার চোখে মুখে ফুটেছিল যে দিবা-স্বপ্ন, দীর্ঘ সযত্নে লালিত-পালিত সেই স্বপ্ন তাকে আজকের সর্বোচ্চ সামাজিক পদ-মর্য্যাদার আসনে করেছে সমাসীন।

আমি তার মায়ের মুখে শুনেছি, সেই ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় জীবনে অনুপ্রবেশের প্রতি তার ছিল বিশেষ আকর্ষণ। তার মা আরও বলেছেন, "বাদল, ছোটবেলায় টেবিল, চেয়ার ও বিছানার চাঁদর দিয়ে বেদী সাজিয়ে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতো। ইহা ছিল তার প্রিয় খেলা।" এই খেলাই তাকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে এসেছে চির-সন্ন্যাস জীবনে অনুপ্রবেশ করতে। উল্লেখ্য, বাদল ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজের পারিবারিক নাম।

ঢাকা মোহাম্মদপুরের সেন্ট যোসেফ উচ্চ-বিদ্যালয় থেকে এস, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শেষে তিনি বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। সেখানে স্বল্পকাল অতিবাহিত করে তিনি ঢাকার রমনা সেমিনারীতে যোগদান করেন ও পুরোহিত জীবনে প্রবেশের নানা নিয়ম কানুন মনোযোগের সংগে অনুশীলন করেন ও ভালভাবে রপ্ত করেন। তৎসংগে তিনি নটরডেম কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। অতঃপর তিনি প্রবেশ করেন বনানী মেজর সেমিনারীতে। সেখানে তিনি ঐশ্বতত্ত ও দর্শন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করেন।

১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে তার পরিবার আমেরিকায় অভিবাসী হলে তিনিও পরিবারের সকলের সাথে আমেরিকায় আসেন। কিন্তু বনানী সেমিনারীর পড়াশুনা অসমাপ্ত রয়ে যায়। তবে ইহা তাকে পশ্চাতে ডাকেনি। তিনি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হননি। আপন নীতি ও আদর্শের প্রতি তিনি ছিলেন অবিচল ও নিষ্ঠাবান। ফলে তিনি ১৯৯০ সালে নিউজার্সি ষ্টেটের SETON HALL UNIVERSITYর অধীনে IMMACULATE CONCEPTION SEMINARY - তে প্রবেশ করেন ও ঐশ্বতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রী লাভের পর ১৯৯৫ সালের ২৭শে মে যাজকপদে অভিষিক্ত হন। আজ তার পুরোহিত জীবনের দশম বার্ষিকী। আজ দশটি বসন্তের ফুল ফোটার দিন।

পুরোহিত হওয়ার পর তিনি সর্বপ্রথম নিউজার্সির এলিজাবেথ সিটির BLESSED SACRAMENT CHURCH - এ প্রৈরিতিক কাজ শুরু করেন।

এখান থেকে বদলী হয়ে তিনি কাজ করেন নিউজার্সির সাধু যোহনের গির্জায়। এই ধর্মপল্লীর অধীনে অনেক বাঙালী খ্রীষ্টভক্তের বসবাস। তারা সকলেই ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজের নানা অনুগ্রহ লাভ করেন। অতপর তিনি প্রৈরিতিক কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ST. MARY'S CHURCH-এর রাওয়ে সিটিতে।

বর্তমানে ফাঃ ষ্ট্যানলী গমেজ SETON HALL UNIVERSITYর অধীনে ST. ANDREW'S COLLEGE SEMINARY -তে SPIRITUAL DIRECTOR পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তিনি নিউজার্সি ষ্টেটের পুরোহিত হলেও সর্বদাই ছুটে গিয়েছেন সর্বস্থানে বসবাসরত বাঙালী খ্রীষ্টভক্তদের আত্মিক সেবা করতে। যেমনঃ বিবাহদান, বাপ্তিস্ম প্রদান, মৃতের সৎকার, বাড়ী আশীর্বাদ, হাসপাতালে রোগী দেখা, বাংলায় মীসা উৎসর্গ ও পাপস্বীকার। এ সব কাজে এই তরুণ পুরোহিত কখনো আপন সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করেননি। প্রৈরিতিক কাজের প্রতি তার কখনোই উৎসাহে ভাটা পড়েনি। গ্রীষ্মে তিনি ছুটে যান কানাডার টরেনটোতে। সেখানে বাস করে বাংলাদেশের চট্রগ্রাম থেকে আগত এ্যাংলোগণ। তিনি তাদের জন্য বিশেষ মীসা উৎসর্গ করেন। তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাদের বাৎসরিক বনভোজনেও অংশগ্রহণ করেন। এভাবে তিনি তাদের দিয়ে থাকেন পার্থিব জীবনের আনন্দ ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতা। পুরোহিত জীবনের দীর্ঘ দশটি বছরে ফাঃ ষ্ট্যানলী প্রৈরিতিক কাজ, তীর্থস্থান ও স্বল্পসময়ের পড়াশুনার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন, যেমনঃ কানাডা, মেক্সিকো, চিলি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পানামা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, পর্তুগাল, কুয়েত, দুবাই, ভারত ও বাংলাদেশ। ফাঃ ষ্ট্যানলীর মামা নব-মনোনীত খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ বিজয় ডি ক্রুশ ৬ই মে খুলনাতে অভিষিক্ত হচ্ছেন। এ আনন্দময় অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করতে বাংলাদেশ যাবেন। যাত্রাপথে তিনি দুবাই-এ বাংলাদেশীদের জন্য বাংলায় খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করবেন।

আমেরিকায় বাস করলেও ফাঃ ষ্ট্যানলী গমেজ যেন বাংলাদেশ ক্যাথলিক মন্ডলীর জন্য এক বিশেষ সহায়ক ও সহযোগিতার দৃঢ় হস্তস্বরুপ। অন্য কথায়, তিনি যেন বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনীর (Bangladesh Catholic Bishop's Conference)-এর দূতস্বরূপ। বাংলাদেশ থেকে কোন বিশপ এখানে এলে তিনি নিযুক্ত হন তাদের পথ প্রদর্শক ও পরিকল্পক। যেসব বাংলাদেশী পুরোহিত বিদেশে বিশেষতঃ রোমে পড়াশুনা করতে আসেন - তারা ছুটি উদ্‌যাপনে আমেরিকা এলে ফাদার ষ্ট্যানলী তাদের বিশেষভাবে পরিচালিত করেন।

এই প্রবাসে আহ্বান বৃদ্ধিতে ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ সর্বদাই তৎপর। বাঙালী খ্রীষ্টভক্তদের উদ্দেশ্যে কোন মীসা উৎসর্গ করলে তিনি সর্বদাই ইংরেজীতে ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিশেষ উপদেশ দেন - যা তাদের মাঝে ভবিষ্যত জীবনে আহ্বানের বীজ বপনে সহায়ক। শুধু তাই নয়, তিনি ব্যক্তিগতভাবে পিতা-মাতাদেরও অনুপ্রাণিত করেন।

আমরা বাঙালীরা এই প্রবাসে বাস করছি শত-সংস্কৃতিতে ভরা এক মার্কিন সমাজে। এখানে কোন কোন সংস্কৃতি রীতিমত ভীতিপ্রদ। ভ্রুণ হত্যা শিশু হত্যার সামিল। অথচ এই সমাজে ইহা অনেকাংশে সমর্থিত ও গ্রহণযোগ্য। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের এই সমাজে আজ দাবী উঠেছে সমকামী বিবাহের (Same Sex Marriage)। ইহা কি কখনো সুস্থ্য সংস্কৃতি হতে পারে? বরং বলা যায় ইহা ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। এসব দেখে শুনে কোন কোন পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের নিয়ে ভয়ের মধ্যে বাস করছে। কোন কোন মায়ের কোল ইতিমধ্যেই শূন্য হয়েছে। সেই মায়ের কন্ঠে কেবলই রোদন আর বিলাপ। এমনি পরিস্থিতিতে ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজের আবির্ভাব যেন স্বয়ং ঈশ্বর তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে, ঠিক যেমনি করে তিনি তার প্রিয় পুত্র প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন আমাদের পাপমুক্ত করতে।

"বৃক্ষের পরিচয় ফলে, পিতা মাতার পরিচয় সন্তানে।" বাংলা ভাষার এই প্রবচন যদি খাঁটি হয়, তাহলে ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ এক আদর্শ পরিবার থেকে আগত। সাত ভাইয়ের মধ্যে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ। তার পিতা বরাট গমেজ। মাতা মৃতঃ এলিজাবেথ গমেজ। গোল্লা ধর্মপল্লীর আদি'র বাড়ীর গর্বিত সন্তান ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ। প্রবাসীগণ মনে করেন, ফাদার ষ্ট্যানলী তাদের জন্য ঈশ্বরের এক মহান পরিকল্পনা, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ। আজকের এই শুভদিনে আমরা ফাদারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। রবিঠাকুরের ভাষায়,

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ওরে ভয় নেই তোর ভয় নেই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নেই তোর ক্ষয় নেই।"

পতাকার শেকড়, বাহান্নর একটি ঘটনা এবং একটি পতাকার মূল্য

- নিকোলাস এস, অধিকারী লোমালিন্ডা, ক্যালিফোর্নিয়া

বাঙ্গালা, বঙ্গ, বঙ্গঁদেশ, বেঙ্গল, বাংলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী বা বাঙালী - এর প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণে বাংলা ভাষা-ভাষীদের মনের পিয়নোয় সুমধুর টুংটাং আওয়াজ ওঠে। আবার যখন শোনা যায় ইলিশ, কই, পাবদা, রুই নামক মাছের নাম তখন আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রবাসী বাঙালীদের মনের জলতরঙ্গঁ বাদ্যে মিষ্টি সুর ওঠানামা করে। ফিস মার্কেটের ডীপ ফ্রিজগুলো কয়েক ঘন্টার মধ্যে খালি হয়ে যায়। রসনাকে তৃপ্ত করার মত মাছ! আমরা যখন বলি ' মা-বাবার ভাষা, বাংলা ভাষা' 'কথা না বললে, মেটে না আশা' - তখন গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে। এবার তাহলে এই ভাষার শেকড় খুঁজে দেখা যাক সংক্ষেপে।

প্রাচীন বাঙ্গালা ও প্রাচীন পালিভাষার মিশ্রণে তৈরী প্রাকৃত (Prakrit Language) হচ্ছে বর্তমান বাংলাভাষার মূল শেকড়। প্রাকৃত শব্দের সমার্থক ইংরেজী ও বাংলা শব্দ হচ্ছে - traditional (প্রাচীন রীতিসিদ্ধ), natural (স্বাভাবিক) ও unrefined (ঘষামাজাবিহীন)। যেমন 'কো তুঁহুঁ কো তুঁহুঁ সব জন পুছয়ি' (অর্থাৎ সব লোক জিগ্যেস করে তুমি কে তুমি কে)। বাংলা ভাষা যার কাছে ঋণী সে হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। একে বলা যায় কিছুটা মার্জিত সংস্করণ। বলতে কারুর দ্বিধা নেই, পালি, সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ ইত্যাদি বহু ভাষা থেকে 'শব্দ' (Word) ধার করে এনে আমাদের প্রাণের ভাষাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলা ব্যাকরণ (Grammar) এর 'অভিশ্রুতি' - অর্থাৎ Vowel পরিবর্তন পদ্ধতি - প্রয়োগ করে আমরা পাই - hospital থেকে 'হাসপাতাল', glass থেকে 'গেলাস', table থেকে 'টেবিল' ইত্যাদি। আবার ক্রিৎ (ক্রিয়া - verb)+প্রত্যয় যোগে পাই - খেল্ + না = খেলনা। তদ্ধিৎ (বিশেষ্য - noun)+প্রত্যয় যোগে পাই - ঢাকা+আই = ঢাকাই (যেমন/শাড়ী) আরো আছে - তদ্ভব (সংস্কৃত থেকে এসেছে এমন) শব্দ। যেমন, হস্ত > হাত, বর্শ > কান, হস্তি > হাতি।

১৭০১ থেকে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ আঠারো শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় সব কিছু ছন্দে, কখনো 'পয়ার' -এ (১৪ অক্ষর বিশিষ্ট কবিতার লাইন) লেখা, হতো, যেমন রামায়ণ, মহাভারত, মনসা-মঙ্গল। এর পরই আধুনিক যুগ শুরু হয়। এযুগের স্থপতিদের মধ্যে স্মরনীয় নাম রাজা রামমোহন রায়। তারপর বাংলা ভাষার সাহিত্য-আকাশে উদিত হন গদ্যে লেখার রূপকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রথম উপন্যাস লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মহাকাব্যের জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তারপর আসেন আধুনিক বা চলতি সাহিত্যের ধারা প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী এবং কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ও বিশ্বকবি অনন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আরো অনেকে বাংলাভাষার জন্য অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম করছি - কায়কোবাদ, নজরুল, সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, অতীশ দীপঙ্কর, বেগম রোকেয়া, জসীমুদ্দিন, বেগম সুফিয়া কামাল, ড: মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রফেসর আবুল ফজল, কাজী মোতাহার হোসেন, তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, বিভূতিভূষন মুখোপাধ্যায়, অন্নদা শংকার রায়, সৈয়দ মুস্তবা আলী, শংকর, শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুন, আরো ছিলেন ও আছেন শত শত গদ্য সাহিত্যের লেখক, নাট্রকার, ঔপন্যাসিক ও কবি, ছড়াকার। এখন ত' বাংগালীমাত্রেই পঞ্চাশজনে একজন কবি। আজ অবশ্যই আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি আমাদের পূর্বসূরীদের উদ্দেশ্যে। কারণ, তাঁদের অবদান ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া, যে ঢং-এ এখন আমরা কথা বলেছি বা লিখেছি দুই - তিনশো বছর আগে তা ছিল অসম্ভব এবং কল্পনার বাইরে।

'বঙ্গঁ' শব্দ থেকে এর অধিবাসীদের নাম হয়েছে বাঙ্গাল বা বাঙালী। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর - অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান এদের জাতীয় পরিচয় - বাঙালী, চাকমা, গারো, সাঁওতাল, হাজং, লুসাই, মগ ইত্যাদি। আগে এদের রাষ্ট্রিয় পরিচয় ছিল বৃটিশ ভারতীয় / ভারতীয়, ৪৭এর পর পাকিস্তানী আর ৭১ এর পর বাংলাদেশী বা ফের বাঙালী। আর বঙ্গঁদেশে ইরান, তুরান, আরব তথা মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতের বিহার থেকে কিছু লোক এসেছিলেন। কয়েক বংশধর পরেও তারা এই বলে পরিচয় দিতেন যে তারা বহিরাগত। এরা মনে মনে

নিজেদের অভিজাত বা বনেদী ভাবতো। বাঙালী পরিচয় দিতে এরা ঘৃণা বোধ করতো। এদের উদ্দেশ্য করেই মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিম লিখেছেন -

ও'যে -সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গঁবাণী,
সে-সব জন্ম কাহার নির্ণয় ন জানি।'

অর্থাৎ বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করে যে লোক বাঙলা ভাষাকে ঘৃণা করে, কার ঔরসে তার জন্ম তার ঠিক নেই। এমনি এক সন্তান ছিলেন তথাকথিত পূর্ব-পাকিস্তানের মন্ত্রী নূর-উল-আমীন। নামের আগে 'আলোর' পরিচয় থাকলেও ভেতরে প্যাঁক প্যাঁকে কালো কাদা। তখন ১৯৫২ সাল। চার বছর আগে উর্দুকে রাষ্টভাষা করার লক্ষ্যে ঢাকায় ৪৮ সালের এক জনসভায় ভাষণ দেন পাকিস্তানের জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ । উল্লেখ্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাকে কোন অংশ নিতে হয় নি। তার বক্তব্য ছিল, "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" বাঙালীর সর্বকণ্ঠে "ছি ছি, shame, shame না না, কখনো না" বলে পক্ষান্তরে তার মুখে থু থু ছিটিয়েছিল।

মন্ত্রী নূরু-উল আমীন গোস্বা করে পুঞ্জীভূত ধোঁয়া মনের মধ্যে আটকে রেখেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রুয়ালী বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পাওয়ার দাবী তুঙ্গেঁ উঠে গেল। ঢাকার রাজপথে শুধু ছাত্র আর ছাত্র। মন্ত্রী গুলি চালাবার হুকুম দিলেন। সালাম, জব্বার, শফিক, রফিক, বরকত এবং নাম-না-জানা আরো কিছু ছাত্র শহীদ হলেন। ঢাকার রাজনৈতিক অংগন তখন তোলপাড়।

এবার বরিশাল শহরের একটি ঘটনা। ২১ এ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় নারকীয় ঘটনার মনে হয় কয়েক সপ্তা পরেই হবে। মন্ত্রী নূর-উল আমীন

বরিশালে জেলা স্কুলের উত্তর পূর্ব দিকে রাস্তার লাগোয়া 'সার্কিট হাউসে' এসেছেন। উদ্দেশ্য স্টেশন ও সাগরদি রোড সংলগ্ন বেলস্ পার্কের মাঠে জনসভা করবেন এবং বরিশাল বাসীদের উর্দু ভাষার পক্ষে 'সবক' দেবেন। মঞ্চ তৈরী, সামিয়ানা টাঙানো। সার্কিট হাউস থেকে হেঁটে গেলে ১০/১৫ মিনিটের রাস্তা। কিন্তু "মর্দ ত' কলের ঘোড়ায় চড়িয়া হাঁটিয়া যাইবেন।" বিবির পুষ্করিনীর পাশে সদর রোড ধরে পশ্চিমে গেলে 'জগদীশ (বর্তমানে কাকলী) সিনেমা হল'। আরো পশ্চিমে গেলে ডানে ইংরেজদের কবরস্থান। একটু আগালে হাতের বামে সার্কিট হাউস। তারপর জর্ডন রোড, পুলিশ লাইন রোড। আশে পাশে অনেক অলি-গলি। ব্রজমোহন স্কুল, জেলা স্কুল, এ.কে. স্কুল, ব্যাপ্টিষ্ট মিশন স্কুল এমনি আরো স্কুল থেকে শ'য়ে শ'য়ে ছাত্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়ে সমবেত হয়েছি। আমি তখন ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্র। মাথার উচ্চতায় বড় ও শক্ত-সমর্থ ছাত্ররা সামনের দিকে। পেছনে, আমাদের মতো ছোটদের তারা নির্দেশ দিচ্ছে - রাস্তা মেরামতের জন্য রাখা ছোট - বড় ইটের টুকরা সরবরাহ করতে। পুলিশ - বেষ্টনীসহ মন্ত্রীর গাড়ী সার্কিট হাউস থেকে বার হতেই তিন দিক থেকে ইটের টুকরো বৃষ্টির মতো পড়ছে। মুখে সম্মিলিত শ্লোগান ছিল - "খুনী নুরুল আমীনের রক্ত চাই" "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" "শহীদ ভাইদের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না"। অন্য ছাত্রদের মতো আমারও বিশ্বাস ছিলো 'আর গুলি বন্দুক থেকে বার হবে না।' বুকে সাহস নিয়ে এবং 'কী হয় কী হয়' দেখার জন্যই, গিয়েছিলাম সেদিন। গাড়ী-বাইরে- আসার-চেষ্টা কয়েকবার বিফল হলে - একবার ভেতরে ঢুকে অনেকক্ষন পর্যন্ত বার হল না। বাইরে অপেক্ষমান ছাত্ররা। মনে হচ্ছে অন্য পক্ষ 'রণে ভঙ্গ' দিয়ে পালালো। আর আমরা যুদ্ধে পনর আনা সফল। একটু পরে নেতাদের নির্দেশে নানা শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে শ'য়ে শ'য়ে (হয়তো হাজার) ছাত্র বেলস্ পার্ক ময়দানে হাজির। ছাত্ররা জনসভার আয়োজনে টাঙানো সামিয়ানা ছিন্ন-ভিন্ন করছে, মঞ্চের ভিত ভেঙে তছনছ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের বিজয়লাভে রসগোল্লার ছড়াছড়ি খানিকটা মনে আছে। কিন্তু আজকের বিজয়টা আনন্দের, শিহরনের, রক্তের উন্মাদনা নিয়ে অনুভবের। মনে হচ্ছিল মায়ের ভাষার দাবীর কাছে বিশ্বাসঘাতকের দেহটা

ছিন্নভিন্ন হয়ে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হলো। ঐ মন্ত্রী ৭১ এ পাকিস্তানে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গিয়ে ঐখানেই ইন্তেকাল করেন। বাঙলার মাটি তাকে গ্রহন করেনি।

ঘটনা ছেড়ে এখন একটি পতাকার কথা। ভূমিকা অতি অল্প। চব্বিশ বছরের পশ্চিমা নিষ্পেশনের মাঝে ২১এ ফেব্রুয়ারীর প্রেরণা নেতাদের যুগিয়েছে সাহস ও দখলদারদের হটিয়ে দেবার দুর্বার আকাঙ্খা। তাই স্বাধীনতার লক্ষ্যে ৭১ এর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-মার্চে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে আন্দোলনরত মানুষ মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সে সময় মনে পড়ে কবি সুকান্ত র লেখা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বাংলাদেশ বেতারে ভেসে আসতো -

"বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ বন্ধন করো চিত্ত
বাঙলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি নিক দুবৃত্ত।"

আর ভেসে আসতো অবিনাশী গানের কলি -

"শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি....."

১০ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক "মীরজাফর" সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। তাদের বাড়া-ভাতে ছাই দিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের অবসানে জন্ম নিল এক শিশুরাষ্ট্র - বাংলাদেশ যার নাম। গাঢ় সবুজ বন-বনানীর মাঝে উদিত সূর্য-খচিত অনিন্দ্যসুন্দর এক পতাকা পেলাম আমরা।

কবি নির্মলেন্দু গুণের 'ইমনের পতাকা দর্শন' কবিতায় ইমনের বাবা ইমনকে বিজয় দিবসে খুশী করতে সবচে বড়ো পতাকাটাই কিনে দিলেন। দাম ফেরিওয়ালা যা-ই চাক। তাতে কোন দ্বিধা ছিলো না বাবার।

বাঙালীর পতাকা প্রাপ্তির শেকড় ৪৮ এর বাংলা ভাষার আন্দোলনে, বারি সিঞ্চিত হলো ৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারীতে, পত্র-পল্লবে শোভিত হলো দশ-মাসের মুক্তিযুদ্ধে আর ফুলে-ফলে ভরে উঠলো ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের উচ্ছ্বাসে।

২৬ এ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে বাঙালীর একাত্মতা, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতি আরো সজীব হয়ে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক।

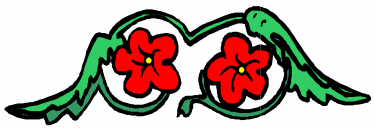

শোক সংবাদ

নিভে গেছে জন গমেজ (বটলেরু)-এর জীবন প্রদীপ

নিউইয়র্ক ঃ সেদিন কাক ডাকা ভোর থেকেই আকাশ ভেঙ্গে প্রবল তুষারপাত হচ্ছিল নিউইয়র্কে। এই দুর্যোগময় আবহাওয়ার দিনে বেতার ও টিভি অবিরামভাবে জনসাধারনকে ঘরেই অবস্থান করার আহ্বান জানাচ্ছিল। কিন্তু দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ন জন গমেজ সবকিছু উপেক্ষা করে ছুটে যাচ্ছিল কর্মস্থলে। ঘর হতে পায়ে হেঁটে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বাস স্ট্যান্ডের কাছে যেতেই তিনি আকস্মিকভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। জনৈক শমরীয়ের সহযোগিতায় তাকে সংগে সংগে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু কর্তব্যরত ডাক্তার তার মৃত্যু ঘোষনা করে। সেদিন ছিল ২৭শে ডিসেম্বর, ২০০৪।

তার মৃত্যুতে প্রবাসের পরিবারগুলোতে নেমে আসে শোকের ছায়া। চর্তুদিকে চলে ফোন কল- মৃত্যুর সংবাদ জানার জন্য। তার পারিবারিক সূত্রে প্রকাশ, জন গমেজের হার্টে ইতিপূর্বে একবার অস্ত্রোপচার হয়েছিল। অতঃপর তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন ও পুনরায় চাকুরীতে বহাল হন। কিন্তু বিগত ২৭শে ডিসেম্বর তিনি এই পৃথিবী থেকে আকস্মিকভাবে চির বিদায় নেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৬২ বছর। এই মায়াময় মাটির পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন - কিন্তু পেছনে ফেলে গেছেন প্রিয় স্ত্রী ভেরোনিকা গমেজ, একপুত্র রাফায়েল ও এক কন্যা গ্রেসিয়া।

মহাপ্রয়ানে পোপ

(প্রথম পাতার পর)

অস্ত্রোপচার করা হয়। একটি নলের মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে তার দেহে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। তিনি বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। পূণ্যপিতা যখন রোগশয্যায় শায়িত তখন বিশ্বময় চলে ভক্তের অবিরত প্রার্থনা তাঁর আশু রোগমুক্তি কামনা করে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ব হারিয়েছে মুক্তিকামী জনতার এক অবিসংবাদিত নেতৃত্ব, গণতন্ত্রের অতন্ত্র প্রহরী, জনগণের পোপ ও একজন উত্তম মেষপালককে। তাঁর শূণ্যস্থান পূরণ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে আগামী দিনের ভ্যাটিকান নেতৃত্বের কাছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তিনি ইতিমধ্যেই স্বর্গধামে চির-আশ্রয় লাভ করেছেন।

প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের মহান একুশে উদ্‌যাপন

(প্রথম পাতার পর)

প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। এছাড়া, উপস্থিত সকল নারী-পুরুষ, শিশু, কিশোর-কিশোরী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ধীর গতিতে অগ্রসর হয়ে শহীদের প্রতি পুষ্প অর্পন করে। সংগঠনের উপদেষ্টা মিঃ রেমন্ড গমেজ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন। তার আত্ম-সাক্ষ্য সকলকে অভিভূত করে। তিনি এই প্রবাসের সকল ছেলে-মেয়েদের বাংলা ভাষায় কথা বলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা মিঃ পল বালা একুশের ইতিহাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন তরুণ প্রজন্মের কাছে। তিনি একুশের ইতিহাস আলোচনায় কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেন।

একুশের কর্মসূচীর অপর অংশে লেভী গমেজের রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনা ও কবিতা আবৃত্তি ছিল অপূর্ব। মিসেস তাহমিনা শহীদের পরিবেশিত কতিপয় দেশাত্মবোধক সংগীত ছিল উক্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ।

সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মিঃ যোসেফ ডি' কস্তা একুশের উপর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, "একুশ আজ আর শোক নয়, একুশ আজ শক্তি। একুশ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে।" একুশের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সবশেষে ছিল পূর্ন্যদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, জহির রায়হানের পরিচালিত "জীবন থেকে নেয়া।"

প্রবাসীর বড়দিন পূনর্মিলনী উৎসব ২০০৪

(প্রথম পাতার পর)

প্রিন্স ডি'কস্তা, ভিক্টোরিয়া গমেজ, এলিজাবেথ গমেজ, দিব্য গমেজ, পামেলা, এন্‌জী, এ্যানি, দিপু, ক্রিস্টোফার, এলিসন ডি'কস্তা, অনিকা পিউরিফিকেশন, নির্মল, রেণু, সঙ্গীতা গমেজ, প্রশান্ত পিউরিফিকেশন, বিজয় গমেজ, ক্যারেন গমেজ, লিসা গমেজ ও সুশান্ত গমেজ।

মাঝে প্রবাসীর সভাপতি মিঃ যোসেফ ডি' কস্তা সকলকে বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। সাংস্কৃতিক পর্বে বড়দের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "ক্যামেলিয়া"। পরিচালনায় মিঃ নির্মল গমেজ। অভিনয়ে মিঃ নির্মল গমেজ ও রেনু গমেজ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেন মিঃ জেমস টিপু বাড়ৈই ও মিসেস পপি হালদার। অতঃপর পরিবেশিত হয় নৈশভোজ। নৈশভোজ শেষে স্যান্টাক্লজের গিফ্‌ট দেয়ার পালা। স্যান্টাক্লজ সেজে সকলকে আনন্দ দেন মিঃ পল বিনয় গমেজ। রঙীন কাগজে মোড়ানো গিফটের মাঝে ছোট্রমনির কলবরে সরগরম হয়ে উঠে বড়দিনের এই আনন্দ মেলা। এরপর অনুষ্ঠিত হয় লটারী ড্র। কৌতুক রসে পরিপূর্ন এই পর্ব উপস্থাপন করেন মি: ক্লেমেন্ট বাদল রোজারিও। যারা প্রবাসীকে লটারীর পুরস্কার দিয়ে সাহায্য করে তারা হলেন মিঃ ও মিসেস বেঞ্জামিন ডি কস্তা, মিঃ ও মিসেস অনিল গমেজ, মিঃ ও মিসেস ডেরিক গনছালবেশ, মিঃ ও মিসেস সাইমন গমেজ, মিঃ ও মিসেস জন বারৈ।

অনুষ্ঠান শেষে প্রবাসীর কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানান।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বড়দিন

(প্রথম পাতার পর)

পালন করি। এই দিনে প্রেম-ভালোবাসা নেমেছিল ধরায়। যে প্রেমে পাপমুক্ত হওয়া যায়। যে প্রেম হৃদয়ে নিলে দুঃখ ভুলা যায়। এই দিনে সকলেই চায় হিংসা-দ্বেষ ভুলে প্রভুর চরণে বসতে, যেন প্রেমে সকলেই একাকার হয়ে যায়। মনের মধ্যে কি আছে বা নেই- সে কথা বড় নয় - বড় কথা বলাতে বা পাওয়াতে দোষ কিসে? যেমন আমরা গাই - "(এস) দলাদলি সকল ভুলি, শ্রীযীশু বলে।" এ অঞ্চলে সর্বসাকুল্যে সম্ভবত ৩০-৩৫টি বাংলাদেশী আমেরিকান খ্রীষ্ট ভক্ত পরিবার রয়েছে। এসব পরিবারের সকল সদস্যের লোকসংখ্যা দুইশত হবে কিনা সন্দেহ। 'বড়দিন' পালন করতে এরা পৃথক পৃথক হয়ে ৩টি স্থানে জড় হয়েছিল। প্রত্যেক দলেরই বক্তব্য - "আমাদেরটা সবচেয়ে ভাল হয়েছে।" ভাবখানা এই- খ্রীষ্টীয় প্রেম-ভালোবাসা ও মিলন সবটুকুই আমাদের কাছেই ছিল। অতএব এখন থেকেই ভাবতে থাকি - আগামী 'বড়দিন' - এ কোন ছায়াতলে যাব?

শুধু গান আর গান - মন ভুলানো, প্রাণ মাতানো পুরানো দিনের গানের একটি ছোট্ট জলসা আয়োজনের মধ্য দিয়েই নববর্ষ - ২০০৫ উদযাপন করা হলো। অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টায়। প্রথমে সুশীল হালদার সকলকে স্বাগত উল্লেখ্য, সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন আয়োজিত একুশের কর্মসূচী অনুপম ছিল বলে সকলেই মন্তব্য করেন।

জানান, প্রারম্ভিক কথা বলেন ও প্রার্থনার মাধ্যমে সভাকার্য্য আরম্ভ করেন এবং তারপর আয়োজক নীহার বিশ্বাস আগত সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন - 'যা গত হয়ে গেছে তা যাক - তা নিয়ে ঘাটাঘাটি না করাই ভাল, আমাদের চলতে হবে বর্তমান আর ভবিষৎ নিয়ে- অতীতের মতো ভূল যেন ভবিষ্যতে না করি সেদিকেই মনোযোগ দিতে হবে।' মিঃ বিশ্বাস বলেন, মহত্ত্বতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল দয়া, ক্ষমা করা, ত্যাগ ও ভালবাসা। অন্যের প্রতি যখন মানুষের দয়া ও ভালবাসা জাগ্রত হবে তখনই সে হবে প্রকৃত অর্থে মহৎ মানুষ। শ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বদাই নিজের ভূল ভ্রান্তিকে বড় করে দেখে। এই ভূল ভ্রান্তিকে দূর করে জীবনকে আরও উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়াই থাকে তার লক্ষ্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ সর্বদাই অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বড় করে দেখে এবং নিজেকে মনে করে সর্বদোষমুক্ত। সুনামি'র আঘাতে অপূরনীয় ক্ষতির ২/১টা উদাহরণ দিয়ে নীহার বিশ্বাস সকলকে মহা-বিপর্যয়ের করুণ চিত্র বর্ণনা করেন। এর পরে পাষ্টর এনসি দেউরী নববর্ষে আমাদের কি করণীয় তা বুঝিয়ে দেন এবং স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে নববর্ষে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা অনুশীলনের কথা ব্যক্ত করেন। আমাদের কবি যেখানে-গায়িকাও সেখানে। অর্থাৎ কবি-দাদার স্ত্রী গায়িকা দিদি পরিবেশন করেন-ভয়ংকর সুনামি'র আঘাতে জর্জরিত বিষয়াদির উপর নিজের লেখা ও সুরারোপ করা একটি গান। গানের পর্ব পরিচালনা করেন ডঃ ফ্র্যান্সিস রায়। যারা সঙ্গীত পরিবেশন করেন তারা হলো - স্বাতী, চিন্ময়, অঞ্জলী ও ডলি। পুরানো দিনের গান একের পর এক পরিবেশন করে অঞ্জলী। অনুরোধ আসতে থাকে একটার পর একটা। ডাল-ভাত খেয়ে রাত ১১টার দিকে শেষ হল -"শুধু গান আর গান।"

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের পাস্কা পর্ব ২০০৫ সাল

(প্রথম পাতার পর)

ক্যামিলাস চার্চের শ্রদ্ধেয় ফাদার লরেন্স জে হারেছ (ল্যারি) ও, এফ, এম। খ্রীষ্টযাগের সময় তিনি ব্রতজীবনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাকে বিশেষ সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

অতঃপর বাঙ্গালীর ঐতিহ্যবাহী মুখরোচক খাবার দই, চিড়া, মুড়ি, মিষ্টি পরিবেশন করে প্রবাসী জীবনের পূণ্যময় যীশুর পুনরুত্থান পর্ব অনুষ্ঠানকে আরো উপভোগ্য করে তুলে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার দর্শকের সমাহার ছিল বেশী। এবারের অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন অতিথিকে আমন্ত্রিত করা হয়। তন্মধ্যে সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অতঃপর বাংলাদেশের ২৬শে মার্চ, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় সংগীত ও স্বাধীনতার সঙ্গীত পরিবেশন করেন মিঃ চন্দন পিটার গমেজ। শ্রদ্ধেয় ব্রাদার জন রোজারিও, কে.সি.এস.সি-এর বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন মিঃ ইকবাল বাহার চৌধুরী (ভয়েস অব আমেরিকার প্রতিনিধি) তাছাড়া ব্রাদার ও সিস্টারগণ। এরপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল নাচ, গান, বাঁশী বাজানো, কবিতা, গজল, ফ্যাশন শো ও ব্যান্ড শো। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারও অনুষ্ঠানের অংশগ্রহনকারী শিল্পীদের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে প্রচুর। তাদের এই আগ্রহ, উদ্দীপনা, উৎসাহ অনুষ্ঠানকে আরও সুদূর প্রসারী করেছে। পরিশেষে সান্ধ্য ভোজন ও আকর্ষনীয় লটারী ড্র এবং সবার উন্মুক্ত নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ইতি টানা হয়।

টরেন্টোতে বড়দিন উৎসব

(প্রথম পাতার পর)

হয়। এর পর থাকে জলযোগ। জলযোগ গ্রহনের সময়ে উপস্থিত সকলে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময়ে তৎপর হয়ে উঠেন। অতঃপর শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছোট্টমনিদের মনোমুগ্ধকর নাচ-গানের কলরবে ভরে উঠে উপস্থিত সকলের মন। এরপর কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত ছিল নৈশভোজ, লটারী ড্র ও ডিসকো ড্যান্স। পরিশেষে সভাপতি মিঃ প্যাসকেল গমেজ উপস্থিত সকলকে বড়দিন, নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। যাদের বিশেষ সহযোগীতায় এই অনুষ্ঠান সফল হয়ে উঠে, তারা ছিলেন - জিনা ডি কস্তা, শিউলী গমেজ, পলা গমেজ, লরেন্স গমেজ, বাদল গমেজ, পরিমল গমেজ ও ডেনিস গমেজ।

নর্থ ক্যারোলিনাতে বড়দিন ও একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান

(প্রথম পাতার পর)

থেকেই শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। নির্ধারিত মিলনায়তনে গিয়ে দুপুরে সকলের জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা করা নিয়ে শুরু হয় দিনের অনুষ্ঠান। ব্যবস্থাপনায় থাকেন মি: সুরেন, মি: টুটুল, মি: তরুন ও মি: উজ্জল। খাবারের পর ছিল প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা বিনিময় পর্ব। অতঃপর চা চক্র। বিকেল ৪টার সময় শুরু হয় ছোট্রমনিদের বিশেষ বিচিত্রানুষ্ঠান "আনন্দ প্রবাহ" গান, নাচ, নাটক, ফ্যাশন শো করে ছোট্র মনিরা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে এক অভিনব আনন্দ প্রবাহের সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষন হিসেবে ছিল শিউলী গমেজ পরিচালিত নাটক "বড়দিন" ও ফ্যাশন শো, "গ্রাম বাংলা", শ্যারল সরকার পরিচালিত বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান "আমার গরুর গাড়ীতে বউ সাজিয়ে", দিলীপ ও বেলী গমেজ পরিচালিত দলীয় নাচ "চলচ্চিত্র নাচ"।

অংশগ্রহনকারীদের নাম-(বাকী অংশ ১০ পাতায়)

ইউনাইটেড বাঙ্গালী লুথারেন চার্চ অব আমেরিকার বড়দিন উদ্‌যাপন

(প্রথম পাতার পর)

তবে ক্রীসমাসের মূল অনুষ্ঠান ছিল পবিত্র উপাসনা। তাছাড়া প্রীতিভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল ঐ দিনের আকর্ষনীয় প্রোগ্রাম। বড়দিনের (ক্রিসমাসের) উপাসনা পরিচালনা করেন চার্চের সহকারী নালক এলিও বৈরাগী এবং প্রভুর বাক্যের পরিচর্যা করেন চার্চের পাষ্টর রেভারেন্ড জেমস এস, রয়। উপাসনার প্রথম পর্বে চার্চের প্রেসিডেন্ট রবীন্দ্র সরকার, প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট যোসেফ ডি' কস্তা, চার্চের সদস্য পরিমল অধিকারী এবং টমাস রয় (বাইবেল শিক্ষক) আগত সকলকে বড়দিনের উষ্ম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। উপাসনায় গানের নেতৃত্ব দেন চার্চের কয়ার। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ছিল মিস লিডিয়া মন্ডল (সানডে স্কুল সুপারিনটেনডেন্ট) কর্তৃক সানডে স্কুলের ছেলেমেয়েদের উপস্থাপনা। তারা যীশুর জন্মের গান "জয় টু দ্যা ওয়ার্ল্ড দ্যা লর্ড হ্যাজ কাম" গেয়ে সকলকে মোহিত করে। চার্চের পাষ্টর তার উপদেশবাণীতে বলেন, ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসেন যে তিনি নিজে মানুষ আকারে এই মাটির পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। তিনি শুধুই যে এসেছেন তা নয় কিন্তু পৃথিবীর পাপে পতিত মানবের মুক্তির জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে নিজ প্রাণ ক্রশে দান করলেন যেন পাপী মানুষ পাপ হতে মুক্ত হতে পারে। যতজন তাঁতে বিশ্বাস করে তারা পাপ হতে মুক্ত হয়। সর্বদিক দিয়ে প্রানবন্ত বড়দিনের পবিত্র উপাসনার পর সমবেত সকলে সুস্বাদু খাবারে আপ্যায়িত হন। এই সুস্বাদু খাবার সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন মিঃ বিনয় মল্লিক। ক্রিসমাস ফিষ্টের দায়িত্বে ছিলেন রবীন্দ্র সরকার, স্মৃতিকণা ঢালী, ভেরোনিকা অঞ্জলী দাশ, লিভিয়া মন্ডল ও আবুল হোসেন পিটার। তারা সকলে গিফট এক্সচেঞ্জেও নেতৃত্ব দেন। গিফট এক্সচেঞ্জ পর্বটা ছিল সবশেষে। এতে সকলে প্রচুর আনন্দ পান। এর আগে ছিল অতি আকর্ষনীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় রসময় মজুমদার। বাণী রায়ের লিখিত ও পরিচালিত ক্রিসমাস ড্রামা এবং বড়দিনের ছড়া "তাক ধুমা ধুম ধুম" ছিল খুবই আকর্ষনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। ক্রিসমাস ড্রামায় অংশ নেন বাবু পাল ও অনামিকা দাশ (মাধবী)। এছাড়া গান গেয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মমতা মজুমদার, লিভিয়া মন্ডল, জুলি রত্ন ও সুইটি। অধিকন্তু ক্ষুদে শিল্পী রমা পিয়ানোতে গানের সুর বাজিয়ে সবাইকে আনন্দ দেয়। চার্চ কয়ারের কীর্ত্তন গান ছিল বিশেষ ভাবে উপভোগের বিষয়। হলে যারা বসে ছিলেন তারা সবাই উঠে গানের তালে তালে নাচতে থাকে ও গান গাইতে থাকে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি মুহূর্তের মধ্যে বড়দিনের আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অনুষ্ঠান শেষে চার্চের পাষ্টর সবাইকে বিশেষ ভাবে প্রবাসীর প্রেসিডেন্ট যোসেফ ডি' কস্তা, ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রভা গনছালবেস ও সেক্রেটারী রিচার্ড বিশ্বাসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানের চিত্র গ্রহনের দায়িত্বে ছিলেন জন পি সরকার।

খ্রীষ্টান যুব সমাজের বড়দিন মিলন মেলা ২০০৪

(প্রথম পাতার পর)

উৎসর্গ করা হয়। এতে সমস্ত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সুখ, সমৃদ্ধি এবং শক্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। এই বিশেষ খ্রীষ্টযাগ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বেঙ্গলী চার্চ কমিটি । বড়দিনের এই মহৎ দিনটিকে আরো অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য খ্রীষ্টান যুব সমাজ ২৬ শে ডিসেম্বর এক বিশেষ মিলনমেলার আয়োজন করে। এতে প্রায় ৪৫০ স্থানীয় ও বহিরাগত জনগনের আগমনে স্থানীয় হলটি ভরপুর হয়ে উঠে। উৎসবে কলিন্স গমেজের পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় শিশু, কিশোর, বয়োজৈষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ। পরিশেষে পরিবেশন করা হয় এক বিশেষ মিলন ভোজ আর তার সঙ্গে সমাপ্ত হয় এই আনন্দমূখর মিলনমেলা।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের বড়দিন ২০০৪ ও নববর্ষ পূনর্মিলনী ২০০৫

(প্রথম পাতার পর)

লেনার্ড রোজারিও সি, এস, সি। পবিত্র খ্রীষ্টযাগের পর দক্ষিণ এশিয়ায় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক সুনামী'র ক্ষতিগ্রস্থদের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা ও ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর শ্রদ্ধেয় ফাদার কেক কেটে বড়দিন ২০০৪ পুনর্মিলনী উৎসব ও নববর্ষের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষন ছিল বাচ্চাদের প্রিয় সান্তাক্লজ। তারপর পরই শুরু হয় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ব্যান্ড শো, আকর্ষনীয় লটারী ড্র এবং সবশেষে উন্মুক্ত নাচের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নর্থ ক্যারোলিনাতে বড়দিন ও একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান

(৮ পাতার পর)

বর্না, তিথি, ন্যান্সি, শ্রেয়া, ক্রিস্টোফার, সুজান, রকি, সিমি, সিনডী, জেনিফার, জুন, জিনা, সুমি, অভি, মিশু, প্রিয়া ও লতা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেন - লিলি, মিথুন ও সানি। নৈশভোজ শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

নর্থ ক্যারোলিনাতে ২১ শে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন

ভাষা আন্দোলনে উৎসর্গকৃত মহান শহীদের আত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নর্থ ক্যারোলিনা'র খ্রীষ্টভক্তগণ এক স্মরণসভার আয়োজন করে। স্যানলিং বিচ পার্কের সবুজ বনে শহীদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করেন। এরপর ছোট্রমনি শ্রেয়া রোজারিও ইংরেজীতে ২১ শে ফেব্রুয়ারীর ইতিহাস পড়ে শোনায়। ২১ শে ইতিহাস সম্পর্কিত অনেক আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করে ছোট্র কুড়িরা আর তা সুন্দরভাবে ঘুছিয়ে উত্তর দেন সানি রোজারিও। আমাদের জীবনে একুশের প্রভাব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন মি: সুনীল গমেজ ও মিসেস বেলী গমেজ। এরপর একুশের গান - আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফ্রেব্রুয়ারী গানের মাধ্যমে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করে উপস্থিত সকলে। উল্লেখ্য, স্থানীয় তরুণ মিশু ও জয় সারারাত জেগে শহীদ মিনার বানিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

Dacca Christians in Calcutta

- Julian Gomes, *Manhattan, New York*

Even before 1947 Dacca Christians gravitated towards big cities like Calcutta, Delhi and Bombay. These young men worked as chefs, soldiers, tailors, morticians and shopkeepers.

1947 brought in a severe economic blow to all communities in this part of the world. At this time husbands and fathers would be working in Calcutta, while the wife and kids remained in Dacca district. After partition the families became stranded in the middle of nowhere. In most cases for economic reason alone a family had to opt for Calcutta from open air, these families were Cram used into tiny rooms in overcrowded Calcutta. Some of the Children were with hit with dysentery, Typhoid and Malaria. Life was not a Picnic. In the words of the Poet, "ইঁটের পাঁজরে, লোহার খাঁচায়, দারুন মর্ম্মব্যাথা' - এই শহরের ইতিকথা..." The Dacca Society began to expand around Calcutta. They spread to Krishnanagar, Thakurpukur, Habibpur, Kaorapukur etc.

In spite of everything Calcutta had some -- of hope. Founded by job charnock in 1690, Calcutta was once considered the "City of Palaces." - It has some of the best schools, colleges, theatres and hospitals. Catholics went into education.

St. Lawrence's, St. Xavier's and St. Anthony's turned out scores of graduates read to face the world. The new generation ushered in changes in social and economic life. The young men went into teaching, office work, motor mechanics, police department and business. The old professions of the kitchen began to fade away, not completely.

Social life in Calcutta during the 50's and 60's was a mixture of everything. Some of us mixed well with bengali - hindies - put on dhoti and sang Rabindra Sangit, someeven changed their names just to fit in. I know one "Gomes" who had become a "Mukherjee" overnight! Others went over to Anglo-Indians and joint and merged themselves into narrow, "drain pipe" pants and the constant Rock-N-Roll from Elvis. Football still remained a craze. Christians and Easter still attracted a full attendance in St. Theresa's Church.

Still something was missing. People who migrated could never forget Dacca district - home sweet home. They always spoke about life left behind - fishing, boat racing, mango picking etc and always felt guilty about the fact that they left people behind for a better life. Tagore was correct when he said, "পশ্চাতে ফেলিছো যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"।

বি.সি.এ.সি.এস-এর বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত

মন্ট্রিয়ল, কানাডাঃ গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৪, সেন্ট লরেন্স গীর্জার এ্যাসোসিয়েশন অফ কানাডা, মন্ট্রিয়ল - এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার পূর্বে বাংলায় খৃষ্টযাগ অর্পণ করা হয়।

প্রেসিডেন্ট মিঃ সুনিল গমেজ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সাধারন সম্পাদক মিঃ অনিল সাহার পরিচালনায় সভার সমগ্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। কার্যকারী পরিষদের সদস্য/সদস্যারা তাদের সার্বিক সহায়তা করেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেভারেন্ড ফাদার লরেন্স লেকাভেলিয়ের।

সাধারন সম্পাদক মিঃ অনিল সাহার বার্ষিক রিপোর্ট এবং কোষাধক্ষ মিঃ আগষ্টিন বিশ্বাসের বার্ষিক ফাইন্যানসিয়াল রিপোর্ট পেশ এবং পাশ হবার পর সভাপতি মিঃ সুনিল গমেজ কার্যকারী পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষনা করেন।

হাউজ থেকে রেভারেন্ড ফাদার লেকাভেলিয়েল, মিসেস রেবেকা গমেজ ও মিঃ জন'কে ইলেকশন কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। নতুন কমিটিতে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ হলেনঃ

সভাপতিঃ মিঃ সুনিল গমেজ, সহ-সভাপতিঃ মিঃ জন বিশ্বাস, সাধারন সম্পাদকঃ মিঃ জন এ্যানথনি গমেজ, সহ-সাধারন সম্পাদকঃ মিঃ অনিল সাহা, কোষাধক্ষঃ মিঃ আগষ্টিন বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদকঃ মিঃ লিনুস গমেজ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকাঃ মিসেস মলি গমেজ, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদকঃ মিঃ ইভেন্স টিটু গমেজ, যোগাযোগ সম্পাদকঃ মিঃ অনু লুক মধু, সদস্যাঃ মিসেস সিসিলিয়া রোজারিও, সদস্যঃ মিঃ দিলিপ ডি কস্তা।

সর্বশেষে নির্বাচিত সভাপতি মিঃ সুনিল গমেজ আবার সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সকলের সহায়তা কামনা করেন যেন সব পরিকল্পনা সার্থক হয়। নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক মিঃ জন এ্যানথনি পরে তার বক্তব্যে বলেন যে সমাজের সকলের মাঝে সেতু - বন্ধন অটুট রাখার ব্যাপারে বিশেষ নজর প্রদান করা প্রয়োজন এবং নতুন জেনারেশন-এর মাঝে উৎসাহ ও উদ্দিপনার জাগ্রত করার লক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত।

রেভারেন্ড ফাদার লেকাভেলিয়ের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে তার ভক্তিপূর্ন প্রার্থনার মাধ্যমে সভার ইতি টানেন।

ন্যাড়া

– প্রেমা ম্যাগডেলিন কস্তা
বাংলাবাজার, ঢাকা

সব সময় চলে সে যে, মটর করে ভাড়া,
ভাড়া না দিতে পেরে খায় সে যে তাড়া।
হোটেলের সামনে গেলে সহ্য হয় না জ্বালা,
খেতে পারে না কিছু শুধুই ঢোক গেলা।
থাকে সে যে একটি ঘরে ময়লা তাতে ভরা,
সবসময়ই তার কাজ ঘর নোংরা করা।
সম্ভব নয় তাকে দিয়ে লিখতে পড়তে পারা,
পড়াশুনা হবে না তার রসগোল্লা ছাড়া।
খেলতে গেলে বলবে সে যে একটু খানি দাঁড়া,
চুরি করে আম পাড়ব দেখুক গিয়ে যারা।
কাজ করতে বললে সে যে ছাড়ে আপন পাড়া,
বসে থাকে গেটের কাছে কান করে খাড়া।
ডাল থেকে হঠাৎ করে মেজাজ করে চড়া,
মাকে বকে ইচ্ছামত হলকি ভাত বাড়া।
কাজ নেই খেয়ে দেয়ে শুধু দাপট ছাড়া,
হঠাৎ করে ভদ্র হল ভেবে হলাম মাড়া।
এবার আমি বলব শুনছ তোমরা যারা
অলস সে ছিল খুবই তার নাম ন্যাড়া।

চৈত্রের রূপ

– শিউলী গমেজ পাচু
রেলে, নর্থ ক্যারোলিনা

চৈত্রের এক বিকেল বেলা
বসে আছি একেলা,
মাথার উপর আকাশ যেন
হয়ে আছে উতলা।
কোথা থেকে এলো উড়ে
হাজার কালো মেঘ,
আঁধার করে ভরে দিল
রোদের উছলা দেশ।
কালবৈশাখী ঝড় উঠিল
বাজলো যেন ঝন–ঝন,
হাজার কালো দৌত্ত যেন
ঘুরে হয়ে ভন–ভন।
শন–শন শব্দে ভূত পালালো
কাক ভিজে ঐ গাছে,
কড়–কড় শব্দে বাঁশ ভাঙ্গে
আর গাছ আছে তার মাথে।
কাল বৈশাখীর থাবায় যেন
নিবে সব গ্রাস করে,
এরই মাঝে গর্জে আকাশ
ভাঙ্গে যেন মাথার উপরে।
বিদ্যুৎ ছটায় মনে লাগে ভয়
বুক ধরপর করে
এই হলো চৈত্রের রূপ
আলো ও আঁধারে।।

The Bad Day

Caroline Sreeah Rozario, North Carolina

Once upon a time there was a girl named Sharon. She was a bright, pretty and kind girl. The next day was going to be Sharon's birthday. The next day, birthday girl awoke quickly by her loud alarm clock. "Today's my birthday!" She shouted. She cleaned up and put her favourite birthday outfit on. She ran down the stairs and waited for her mother to say, "Happy Birthday!" but instead, she said, "Good Morning!" She was kind of sad. "Did she forget?" Sharon thought. When she walked in her classroom nobody said anything. Not even her teacher! The whole day no one said anything! She thought this was the worst birthday until she walked in her house door. She opened her door when everyone popped out and said "Happy Birthday!" They had cake, games and lots of fun. So that day onward she learned that some good comes out of everything!

"কালভেরী পথে"

– শিখা সরকার (মুন্নু) ভার্জিনিয়া

খ্রীষ্ট চলেছেন কালভেরী পথে
ক্রুশরুপি পাপের বোঝা তাঁর কাঁধে
পরিধানে তাঁর কন্ডনিয়া আঙরাখা
তিরস্কার সূচক বানী তাতে লেখা
"ইনি যীশুদীদের রাজা"
ক্ষত বিক্ষত দেহ, ঘর্মাক্ত রক্তাক্ত কলেবর,
মাথায় কাঁটার মুকুট,
আঘাতে অঝোর ধারায় ঝরিছে রক্ত।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন শরীর,
ক্রুশভার বহিতে অক্ষম।
তাই প্রভু আমার হোঁচট খেয়ে পড়িছেন বারে বার,
সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হতে পড়িছে বেত্রাঘাত
লাথি আর চড় থাপ্পর
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অমানুষিক অত্যাচারের
শিকার প্রভু আমার।
খ্রীষ্ট চলেছেন গলগথা পথে
এই সেই জাগ্রত জনতা, যে জনতা মাত্র
এক সপ্তাহ পূর্বে, হোসান্না, হোসান্না বলে
মহোল্লাসে আকাশ বাতাস করেছিল
মুখরিত, প্রকম্পিত,
রাজাধিরাজ খ্রীষ্টকে মহান রাজারুপে
করেছিল, ঘোষিত, অভিষিক্ত।
আজ সেই জনতার কণ্ঠ হতেই উচ্চারিত হচ্ছে
উহাকে ক্রুশে দাও, উহাকে ক্রুশে দাও
খ্রীষ্ট আর রাজা নন, তিনি আজ পৃথিবীর
জঘন্যতম ঘৃন্য ক্রুশে মৃত্যু দন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামী।
বিচারের নামে একি প্রহসন।
একদিকে দুর্ধর্ষ্য দস্যু বারাব্বার মুক্তি,
অন্যদিকে নিরপরাধি পবিত্র খ্রীষ্টের মৃত্যুদন্ড।
চমৎকার, চমৎকার বিচার তব পীলাত।
ভেবেছো হাত ধুয়ে ফেললেই পাপের কলঙ্ক
মুছে যাবে? ভুল বন্ধু ভুল।
ইতিহাসের পাতায় যে কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা
করেছো, সেই আস্তাকুড়ে হবে তব স্থান।

ক্রুশভারে ভারাক্রান্ত খ্রীষ্ট, তোমার আমার
পাপভার তুলে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন মৃত্যুর দিকে,
বিশ্ববাসী মানবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত লাগি।
ওরে অন্ধ মানব, একবার চোখ মেলে দেখ,
তোর মুক্তির মূল্য দিতে এক অমূল্য রত্নের
কিবাচ্চার্য্য ত্যাগ।
খ্রীষ্টের এই চরম মর্মান্তিক দুঃখের দিনের
সহায় কি একজনও নাই?
কোথায় রইলো তাঁর প্রানপ্রতিম পিতর যাকোব
যোহন, বর্থলময়, আন্দ্রিয়, থদ্দেয় আর শিমন?
তোমরা বারোজন?
আজ একজনও কি বলতে পারলেনা,
প্রভু আমি আছি তব সাথে,
দান্ড বহন করিতে তব ক্রুশকাষ্ট
লাঘব যদি হয় কিছু কষ্ট।
পারলেনা বলতে পারলেনা, যত সব ভীরু
কাপুরুষের দল, ধিক তোমরা, ধিক তব জীবন।
উল্টো ক্রুশে তোমাকে মরতে হবে।
অবিশ্বাসী থোমা, স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রীষ্ট তোমার
সম্মুখে দন্ডায়মান, এতদিন তাহলে বৃথাই তাঁর সঙ্গে
কালাতিপাত করলে, প্রভুকে জানতে পারলেনা,
চিনতে পারলেনা, বিশ্বাসও করলেনা ।
ধিক শতধিক তোমাকে।
প্রখর রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহর, পাহাড়িয়া উঁচুনীচু ঢালুপথ
ক্ষমার অবতার খ্রীষ্ট সেই পথ ধরে চলেছেন ধীর মন্থর গতি
ঐ ঐ তো দেখা যাচ্ছে গলগথার হাতছানি,
এসো বন্ধু এসো আমার বুকের পরে তব শেষ শয্যা
রচনা করে ধন্য হই আমি।
নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর তুমি কালভেরী, সর্ব্বনাশী গলগথা।
যাত্রার হলো অবসান
খ্রীষ্ট ক্রুশোপরি নিজেকে করলেন সমর্পন।

স্বার্থ

– ওয়াল্টার বিশ্বাস, ক্যালিফোর্নিয়া

আমি স্বার্থ,
পাঁচ বিলিয়ন বন্ধু আমার এই মর্ত।
এই প্রকৃতি দত্ত নামটি
বলে শুধু 'আমি, আমি, আমি';
তাই আমি মুখ্য,
আর সবে মুর্খ, গৌন।
আমি যাই যেখানে যেখানে
স্বার্থ চলে অগ্রে অগ্রে সুচতুর দৃষ্টিতে,
আমার মন আত্মা প্রজ্ঞাকে করে স্বার্থপর
হই পাশবিক, অমানবিক,
ঘটাই ঘটনা অমঙ্গল, অপ্রীতিকর।
হে স্বার্থ,
একবার হও নিঃস্বার্থ;
তোমারি কারনে
জাতি এক মহাদুর্যোগের দু'র্দিনে।
আজ আমি নিঃস্বার্থের সন্ধানে
ক্ষুধিত, তৃষিত হয়ে
ঘুরি পথে প্রান্তরে,
মন্দিরে মন্দিরে
আশ্রমে আশ্রমে,
পাহাড়ের গুহায় গুহায়,
গভীর –নিবিড় অরণ্যে।
কোথা সেই নিঃস্বার্থ?
কোথা তার ঘর?
আমি করিব তার পদযুগল চুম্বন
যদি হয় দেখা কোন ক্ষন!
হে স্বার্থ,
আমার এই দেহ
স্রষ্টার মন্দির।
এই পবিত্রস্থানে
তোমার অবস্থান আমারই পতন, মরন।
তুমি কুটিল নির্দয়,
তুমি অন্যায়–অবিচার
তুমি কৈরব–দুর্যোধন
তুমি বিভীষন,
তুমি কয়িন,
তুমি যিহুদা,
তুমি মির্জাফর।
হে স্বার্থপর স্বার্থ,

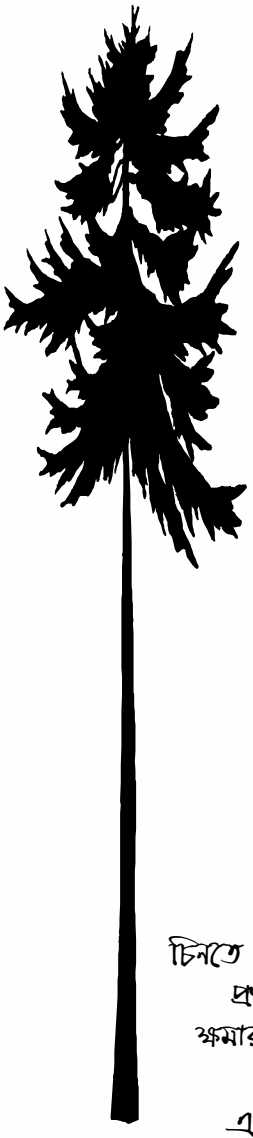

এই পবিত্র মন্দিরে
বাস করে ঈশ্বর,
তাই তোমাকে দিব না কোন
আশ্রয়–প্রশ্রয়
আপনাকে করিতে কলুষিত, উদ্ভট–কদাকার।
আজিকে তোমার সাথে
আমার শেষ বৈঠক
শেষ পরিচয় ..
বিদায়, স্বার্থ বিদায়!
আজ আমি আত্মার আবেশে
করিলাম বিদ্ধ তোমাকে ঐ ক্রুশে।
তুমি হত
আমি মুক্ত..।
আমি তাই চলিতেছি নিস্বার্থ জীবনের পথে।
আর বিশ্বাসঘাতক বেইমান যিহুদা,
মাত্র ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে
নিজ প্রভুকে ধরিয়ে দিয়ে পেয়েছো কি
অমৃতের সন্ধান? পাবে বন্ধু পাবে –
বিবেকের দংশনে তোমাকে মরতে হবে।
কবর জুটবেনা তোমার, শিয়াল কুকুরে
ছিঁড়ে ছিঁড়ে তোমার মাংস খাবে।
পিতর, তুমি না পাথর, তবপরে করেছেন
খ্রীষ্ট, মন্ডলীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন,
খ্রীষ্টকে তিন তিনবার অস্বীকার করে,
কি লাভ লভিলে?
কি ভয়ঙ্কর শাস্তি অপেক্ষা করে আছে তব তরে
চেতন হবে যবে জীবন অবসানে
উল্টো ক্রুশে তোমাকে মরতে হবে।
অবিশ্বাসী থোমা, স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রীষ্ট তোমার
কালাতিপাত করলে, প্রভুকে জানতে পারলেনা,
চিনতে পারলেনা, বিশ্বাসও করলেনা। ধিক শতধিক তোমাকে।
প্রখর রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহর, পাহাড়িয়া উঁচু নীচু ঢালুপথ
ক্ষমার অবতার খ্রীষ্ট সেই পথ ধরে চলেছেন ধীরমন্থরগতি
ঐ ঐ তো দেখা যাচ্ছে গলগথার হাতছানি,
এসো বন্ধু এসো আমার বুকের পরে তব শেষ শয্যা
রচনা করে ধন্য হই আমি।
নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর তুমি কালভেরী, সর্ব্বনাশী গলগথা।
যাত্রার হলো অবসান
খ্রীষ্ট ক্রুশোপরি নিজেকে করলেন সমর্পন।

ছবির বিবরণ ১৯ পাতায় দেয়া হলো

মেম সাহেব 1

গোলাপী এখন ট্রেনে 2

ললিতা! ওকে আজ চলে যেতে বল্‌না 3

উৎসব 4

পদ্মা নদীর মাঝি 5

চোরাবালি 6

সাত পাঁকে বাঁধা 7

এক পলকে একটু দেখা 8

ছবির বিবরণ ১৯ পাতায় দেয়া হলো

আমি সে ও সখা 9

চেনা চেনা লাগে, তবু অচেনা 10

আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা 11

সুতরাং 12

দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা 13

ইছামতীর পাড়ে 14

আবির্ভাব 15

নতুন নামে ডাকো 16

ছবির বিবরণ ১৯ পাতায় দেয়া হলো

আবার তোরা মানুস হ' 17

শ্রদ্ধাঞ্জলী 18

আজ তবে এইটুকু থাক্ 19

তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা 20

আলোর মিছিল 21

মেঘে ঢাকা তারা 22

নিঝুম সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখিরা 23

মিষ্টি মধুর 24

ছবির বিবরণ ১৯ পাতায় দেয়া হলো

গলি থেকে রাজপথ 25

পথে হলো দেরী 26

তার আর পর নেই, নেই কোন ঠিকানা 27

মরু তীর্থ হিংলাজ 28

যদি কিছু মনে না করেন 29

চোখের বালি 30

প্রিয় বান্ধবী 31

প্রহরী 32

ছবির (পাতা ১৫-১৮) বিবরণঃ

নং	বিবরণ
১	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে মিসেস এলেস ও মিসেস ম্যাগডালিন
২	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ
৩	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে মিস্ জেসমিন ও মিস্ জেনেট
৪	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে মিঃ ও মিসেস পল এবং মিঃ ও মিসেস এ্যান্থনী
৫	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে মিঃ হেবল গমেজ ও মিঃ ফিলিপ গমেজ
৬	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ
৭	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ
৮	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে জর্জ, সঞ্চয় ও উজ্জল
৯	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে পাষ্টর ভৌমিক, মিঃ বিশ্বাস ও মিসেস ভৌমিক
১০	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ
১১	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে মিঃ লুকাস গমেজ ও মিঃ আর্নেষ্ট ডিঃ কস্তা
১২	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ
১৩	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত ক্যামেলিয়া নাটকে মিঃ নির্মল ও মিসেস রেণু গমেজ
১৪	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে মিঃ জীবন, মিঃ অপু, মিসেস লুসি, মিসেস জলি, মিঃ নিপু ও মিঃ রবীন
১৫	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে মিঃ ও মিসেস ম্যানুয়েল সাথে মিঃ চেষ্টার
১৬	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানের উপস্থাপক মিঃ জেমস বাড়ৈই ও মিসেস পপি হালদার
১৭	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে মিঃ খোকন, মিঃ উত্তম, মিঃ প্রশান্ত, মিঃ রিচার্ড ও মিঃ মানিক
১৮	একুশে ফেব্রুয়ারীর শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে মিঃ সুবীর, মিঃ পল, মিসেস প্রভা, মিঃ জন, মিঃ স্যামি ও মিসেস সাইরাস
১৯	বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৪ অনুষ্ঠানে মিঃ ও মিসেস প্যাট্রিক, মিঃ বিকাশ, মিঃ যোয়াকিম ও জনৈকা অতিথি
২০	একুশে ফেব্রুয়ারীর শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ
২১	একুশে ফেব্রুয়ারীর শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে আগত ছোট্টমণিরা
২২	তালপত্র রবিবার বাংলা খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণকারী খ্রীষ্টভক্তগণ
২৩	তালপত্র রবিবার বাংলা খ্রীষ্টযাগ শেষে জলযোগে অংশগ্রহণকারী খ্রীষ্টভক্তগণ
২৪	তালপত্র রবিবার বাংলা খ্রীষ্টযাগ শেষে জলযোগে অংশগ্রহণকারী খ্রীষ্টভক্তগণ
২৫	তালপত্র রবিবার বাংলা খ্রীষ্টযাগ শেষে জলযোগে অংশগ্রহণকারী খ্রীষ্টভক্তগণ
২৬	তালপত্র রবিবার বাংলা খ্রীষ্টযাগ শেষে জলযোগে মিঃ গ্যাবরিয়েল ডি ক্রুজ, মিঃ জুলিয়াস গমেজ ও মিঃ রবার্ট গমেজ আদি
২৭	তালপত্র রবিবার বাংলা খ্রীষ্টযাগ শেষে জলযোগে মিসেস শেফালী, মিঃ ও মিসেস লিও এবং মিঃ জোয়াকিম
২৮	তালপত্র রবিবার বাংলা খ্রীষ্টযাগ শেষে জলযোগে মিঃ মেবার্ট ফার্নানডেজ ও মিঃ ও মিসেস ব্লিন গনছালভেস
২৯	তালপত্র রবিবার বাংলা খ্রীষ্টযাগ শেষে জলযোগে মিঃ ও মিসেস শ্যামল গমেজ ও মিঃ নির্মল গমেজ
৩০	তালপত্র রবিবার বাংলা খ্রীষ্টযাগ শেষে জলযোগে মিসেস বেবী ও মিসেস মিনু
৩১	তালপত্র রবিবার বাংলা খ্রীষ্টযাগ শেষে জলযোগে ছোট্টমণিরা
৩২	তালপত্র রবিবার বাংলা খ্রীষ্টযাগ শেষে জলযোগে মিঃ যোসেফ ডি' কস্তা, মিঃ জন বাড়ৈ ও মিসেস প্রভা গনছালভেস

ফোকাস ভিডিও

জন্মবার্ষিকী, বিবাহ, সকল প্রকার স্মরণীয় অনুষ্ঠানের ভিডিও করার একমাত্র অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুনঃ

মিঃ ডেরিক গনছালভেজ ফোনঃ ২১২-৩৫৩-৮৮২১

যাদেরকে পেলাম

ক্যাথেরিন জেইন রোজারিও
পিতাঃ ডোমিনিক রোজারিও
মাতাঃ জ্যাকুলিন তৃপ্তি রোজারিও
লেক রনকোনকমা, নিউইয়র্ক।

ক্রীস্টিন ডি'কস্তা
জন্মঃ ডিসেম্বর ৩০, ২০০৪
পিতাঃ যোসেফ ডি'কস্তা (বিকাশ)
মাতাঃ ফিলোমিনা ডি'কস্তা (শিপ্রা)
রিচমন্ডহীল, নিউইয়র্ক।

শুভানি গমেজ
জন্মঃ ডিসেম্বর, ২০০৪
পিতাঃ ফিলিপ বিলাস গমেজ
মাতাঃ স্বপ্না গমেজ
ক্যালগেরী, কানাডা।

এন্ড্রিয়া সুজানা গমেজ (আদি)
জন্মঃ জানুয়ারী ১৩, ২০০৫
পিতাঃ অন্ড্রিন গমেজ (আদি) মাতাঃ ন্যান্সি গমেজ (আদি)
ঠাকুরদাঃ রবার্ট গমেজ (আদি)
ঠাকুরমাঃ স্বর্গীয়া এলিজাবেথ শেফালী গমেজ (আদি)
জার্সি সিটি, নিউজার্সি।

র‍্যাচেল্ গমেজ
জন্মঃ ফেব্রুয়ারী ১৮, ২০০৫
পিতাঃ চেষ্টার গমেজ
মাতাঃ রানি গমেজ
ইস্ট এলমহার্ষ্ট, নিউইয়র্ক।

পুষ্প রোজারিও
পিতাঃ দীপক জন রোজারিও
মাতাঃ সূচী ফ্লোরা রোজারিও
টরেন্টো, কানাডা।

শুভ পরিণয়

রুডল্ফ সিজার গনছালভেস ও তৃষা মেরিলিন রোজারিও
৬ই জানুয়ারী, ২০০৫
ঢাকা, বাংলাদেশ

সম্পদ আর্নল্ড পেরেরা ও লিজা ডরিণ বিশ্বাস
৭ই জানুয়ারী, ২০০৫
ঢাকা, বাংলাদেশ

দ্বিতীয় বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সম্মেলন

মেরীল্যান্ড - ভার্জিনিয়া - ওয়াশিংটন ডি.সি.

দ্বিতীয় বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সম্মেলনের সকল কমিটি সদস্য ও উপদেষ্টাদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২রা জুলাই-শনিবার এবং ৩রা জুলাই-রবিবার,২০০৫, মেরীল্যান্ডের সিলভার স্প্রিং-এ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই মিলন মেলায় আপনাদের সবাইকে যোগদান ও সহভাগিতা করার জন্য সাদরে আমন্ত্রন ও আহ্বান করা হচ্ছে। আপনাদের সকলের উপস্থিতি আমাদের একান্তভাবে কাম্য। সম্মেলনের মূল সুর হলো - "বাংলাদেশের হৃদয় হতে বন্ধুত্ব ও সহভাগিতা"। সম্মেলনের কর্মসূচী ও মূল অনুষ্ঠানমালা আপনাদের পূর্ব অবগতির জন্য নিম্নে দেয়া হলোঃ

সম্মেলনের তারিখঃ

২রা ও ৩রা জুলাই, ২০০৫।

অনুষ্ঠানের সময়ঃ

সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা ।

সম্মেলন কেন্দ্রস্থানঃ

মন্টগোমারী ব্লেয়ার হাই স্কুল
51 University Blvd.East,
Silver Spring, MD

রেজিষ্ট্রেশনঃ

প্রতিজন - একদিন - ১০ ইউ, এস, ডলার
প্রতিজন - দুইদিন - ১৫ ইউ, এস, ডলার।
* ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের কোন ফি লাগবে না। সম্মেলনের দিন সকালে ভিড় এড়ানোর জন্য এবং আপনাদের সুবিধার্থে যথাসময়ে ডাকযোগে রেজিষ্ট্রেশন করার আহ্বান জানাচ্ছি - চেক লিখার জন্য "CONVENTION 2005" এই একাউন্ট নাম্বার ব্যবহার করুন। এছাড়া বিস্তারিত তথ্যের জন্য অর্থ কমিটির প্রধান মিঃ জেরোম পবিত্র রোজারিওর সাথে যোগাযোগ করুন।
ফোন নাম্বার - (301) 439-1370.

মিনাবাজার ঃ

সম্মেলন কেন্দ্রে মিনা বাজারের জন্য ষ্টল ভাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে- দুইদিনের জন্য ষ্টল ভাড়া ২০০ ইউ, এস, ডলার মাত্র। আকর্ষনীয় পুরস্কারের জন্য লটারী টিকেট পাওয়া যাবে, প্রতিটি লটারী টিকেটের মূল্য ২.০০ ইউ, এস, ডলার মাত্র। এছাড়া সম্মেলনের প্রতিকৃতিসহ টি-সার্টও বিক্রি করা হবে। সম্মেলনের দুই দিনই মধ্যাহ্নভোজন ও নৈশ ভোজনের জন্য খাবারের প্যাকেট অতি স্বল্প মূল্যে আপনাদের সরবরাহ করা হবে- প্রতিটির মূল্য মাত্র তিন ইউ, এস, ডলার। বিস্তারিত তথ্যের জন্য কমিটি প্রধান মিঃ শংকর এস,ডি কস্তার সাথে যোগাযোগ করুন, ফোন - (202)277-7233.

বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের পক্ষ থেকে দলীয় উপস্থাপনাঃ

এই সম্মেলনে কোন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়নি। শুধুমাত্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও পরিবেশন। এছাড়া অনুষ্ঠানের দুইদিনই সন্ধ্যায় আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

দলীয় পরিবেশনাঃ

প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন
২রা জুলাই, শনিবার, সময়সীমা ৯০ মিনিট।
(নিউইয়র্ক/ নিউজার্সি/কানেক্টিকাট)

নর্থ ক্যারোলাইনা- র‍্যালে/ ক্যারী
৩রা জুলাই, রবিবার, সময়সীমা ৬০ মিনিট।

ওন্টারিও /মন্ট্রিয়েল, কানাডা
৩রা জুলাই, রবিবার, সময়সীমা ৬০ মিনিট।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুকদের নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মেরীল্যান্ড/ওয়াশিংটন/ভার্জিনিয়া/বৃহত্তর ইউ, এস
-মিঃ কলিন্স গমেজ, ফোন (301) 384-4921.
- নিউইয়র্ক / নিউজার্সি / কানোষ্টিকাট - মিঃ বিকাশ ডি'কস্তা, ফোন (917)767-4632.
- নর্থক্যারোলাইনা - র‍্যালে/ক্যারী - মিঃ সানি রোজারিও, ফোন (919)661-8293.
-মন্ট্রিয়েল, কানাডা - মিঃ সুনীল গমেজ, ফোন (514)748-2762.
- টরোন্টো - মিঃ পাসকাল গমেজ, ফোন - (416)745-4650.
- অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রতিযোগীকে অনুষ্ঠানে ব্যবহারকারী সঙ্গীতের সিডি এপ্রিল মাসের ভিতরে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে আমাদের কুশলীবৃন্দ তা পি, এ, সিষ্টেমের সাথে সংযুক্ত ও সমন্বয় করতে পারেন।

সম্মেলন প্রকাশনা / পত্রিকাঃ

সম্মেলনের কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্মেলনের উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকা প্রকাশনারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
পত্রিকায় লেখা প্রকাশে ইচ্ছুকদের পত্রিকা সম্পাদক মি: পিউস গমেজের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। ফোন - (703) 580-1696.

আর্থিক সহযোগিতা ঃ

এই সম্মেলন পরিকল্পনা, আয়োজন ও পরিচালনার জন্য আমাদের যথেষ্ট আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক শুভেচ্ছা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন অথবা ব্যক্তিগত অনুদান দিয়ে আমাদের এই অর্থ সংগ্রহে সহযোগিতা করার জন্য সুহৃদয় ব্যক্তিদের প্রতি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।
দ্বিতীয় বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সম্মেলনে আপনাদের সবার সক্রিয় উপস্থিতি, অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও সহভাগিতার প্রত্যাশা রইল।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

330/ SIR THOMAS DRIVE, APT #31
SILVER SPRING, MD.-20904-4889
TEL. (703)741-7122
(301)351-8519
FAX (301)890-5139
E-MAIL : CONVENTION2005@HOTMAIL.COM

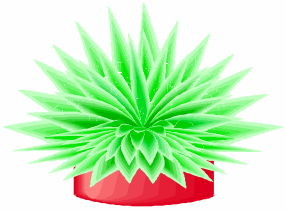

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.pbcausa.org

Old Path....Old Friends....

- Fr. David E. Schlaver, CSC South Band, Indiana

December 28, 2004.

Greetings from the end of the world!

Along with people everywhere we watch with dismay the results of the great earthquake and tsunami in South Asia. What else can happen to add to the sufferings of the poor? Even Allah does not know!

I am now in Dhaka, Bangladesh, where the quake was felt mildly, and fish ponds and rivers rolled in their banks. Perhaps aftershocks will disrupt life even more on the southern coastline, but so far, Bangladesh has been spared.

On December 15 I arrived "on time" after the first four flights were long delayed. Of course, my bags did not accompany me. Nearly 48 hours later I went to the airport and fetched them, broken and torn, but nothing was missing or broken. Wonders never cease! I was worried about all the medicine and supplies I was carrying, to say nothing of the rest of my clothes! My one outfit was ready for the trash heap! But all's well that ends well. Cold showers and mosquito nets are now my daily routine once again.

Dhaka continues to grow at a chaotic pace. Thousands arrive every day, seeking a better life than landless farmers can find in the villages. But that better life and more opportunity evade them, leaving them virtually homeless and hungry, with slim pickings from their uncertain daily labor. So much work to be done here, but no one can pay them. Any foreign aid that has reached here has ended up in the pockets of the "haves" and military. The rich own everything and get richer. Nothing trickles down to the poorest of the poor.

Slums spring up everywhere, within inches of the railroad tracks, next to every unstable tall building, filling in canals and ponds, rising on stilts along riverbanks and above sewers. Millions scrape out their meager living with nothing to look forward to but the next day's struggle. Pollution, impossible (and impassable) traffic jams, noise pollution, and filth are the daily fare of the city dwellers, rich and poor.

The best escape is to flee to the countryside. A six-hour train ride to Srimangal and my friend Frank Quinlivan's parish midst the tea gardens was a welcome break from Dhaka. A few days of rest there brought me back to life - and then another reality. In the villages the people are even poorer, subsisting on virtually no income, dependent on their little garden plots and mud houses. All are recovering from the disastrous summer floods; many lost everything once again.

On the 23rd I traveled to Mymensingh by train and then on to Pirgacha, where Gene Homrich has worked among the Mandi tribal people for over 45 years. The Christmas hospitality of the people in the forest area was most enjoyable. I celebrated Masses Christmas eve and day in two different villages, traveling by "vangari" (flatbed rickshaw) on broken roads. Walking would have been easier! I tried to keep my feet away from the wheels and bumpy ground, and my sandals from falling off. The village schools where we celebrated Christmas were adorned with colorful paper decorations and choirs in full voice. By God's grace they seemed to understand my Bangla and welcomed me profusely. At the offertory many gifts were brought forward, including several live chickens and a goat! When the goat was dropped on the chickens, a loud complaint ensued but the folks quickly restored the Christmas calm.

Strikes (hartals) are endemic here and, true to form, the opposition called one for the 26th, so we were forced to forego the Christmas night dinner and return to Dhaka, or sit out an extra day in the silence of no moving vehicles. The 90-mile return trip took over four hours, with endless traffic jams of folks trying to get home before the strike. Once again the opposition causes chaos and seems to care not at all for the needs of the poor. On a strike day, millions of day laborers cannot eat! But the government in power is equally insensitive. At times it seems only a military takeover will restore order and hope.

Violence is everywhere rampant. That same night one of our priests and a foreign aid worker were returning from a distant village and were robbed and beaten, along with other passengers on their local bus - by "dacoits" who were in cahoots with the driver and conductor. We hear endless tales of theft and violence with little attention by police. Those who have so little, lose what little they have!

Actually, this is my SECOND attempt to write and send this e-mail. Last night I wrote it and tried to send and somehow it was LOST! Needless to say, I went to bed depressed! This morning, after my bucket shower, I decided to try again. I am grateful for your e-mails, and sorry it has taken me so long to get back to you. I read the first batch on December 24 and the second batch yesterday. Internet connections are very slow, easily broken, and expensive. I know once again how spoiled I am back at Moreau Seminary with wireless broadband day and night. One sits and waits here, hoping the messages can be downloaded or sent before the line is broken or the power fails! Such is life!

Traveling wears one out quite rapidly. I had minimal jet lag since I slept as much as possible between Newark and Stockholm and Kuala Lumpur. But the body quickly wears out, crammed into small seats on trains and buses and in rickshaws and baby taxis. How many Bengalis can fit on the head of a pin!

My friends - some from 25 years ago - seem to understand, and though they want me to visit them at home in their villages, they quickly decide to come to see me here at Notre Dame College

instead. This makes for an endless procession of visitors, day and night, and phone calls on my borrowed mobile at all hours. Joyful reunions, with stories of new children, marriages, and good school report cards, as well as tales of flood disasters, drownings, lost jobs and inadequate salaries. Life goes on, but I can't help wondering how they manage to keep up their amazing smiles and hope.

The Notre Dame campus continues to bustle with social projects and growth. Hundreds of truckloads of mud have been brought in during the past few weeks, to raise the ground level several feet and perhaps avoid the disastrous flooding which brought up to six feet of water inside the gates in August and September. Will it work? No one knows. Meanwhile the campus cows wander about looking in vain for the grass that used to feed them!

Enough for today. Now I will try to send out this message, hoping for better luck this time! Know that I am well and trying to stay healthy. I'll remain close to Dhaka now until I leave for Agartala India on January 4, for my work there. One month of retreats and visiting the Holy Cross houses in the Northeast will test my stamina in new ways. But I look forward to it all.

Happy New Year to all!

David Schlaver

January 11, 2005.

Greetings from Agartala, Tripura.

A fine winter rain is falling today, nourishing the crops, but chilling all of us to the bone. I am even wrapped in a light blanket for the first time as I write this. We are near the end of the fourth day of our retreat – with about 30 Holy Cross Fathers from the new North East India Province, just established a year ago. Tomorrow we end and the men will scatter to their distant missions – close as the crow flies, but hours, even days away on the narrow winding mountain roads of Tripura, Mizoram, and Meghalaya.

Since I last wrote I moved across the border of Bangladesh to this small nearby Indiana state of Tripura in the main city, Agartala. It is only about the distance from Chicago to South Bend, but took nearly five hours by bus. Once we left the Dhaka traffic, the road was quite good until the last 30 miles or so when it narrowed considerably. I am still in amazement that the driver of that bus "luxury" bus was able to negotiate the tight turns through the villages as we approached the Indian border. No verandahs or cornices were knocked off – he was masterful! "Red tape" was invented here and continues to bind the countless ledger books registering (painstakingly and by hand) all those coming and going at every border post. There are few travelers at this border crossing, however, so much of the time is spent asking curious rather than nuisance questions.

I traveled here with five of my Bangladeshi "sons" - the lucky ones who had passports and were patient enough to spend days (and nights) waiting in long lines at the Indian High Commission to get visas. What a shame! Till 1947 it was all one country - India, and ever since the artificial border was erected as the British departed, families have been split and travel terribly slow. Mosharaf, Farouk, Monir, Aminur, and Kamal shepherded me on and off the bus and managed my bags. Since we arrived the afternoon of January 5, they have been staying in a hostel, eating in sidewalk restaurants, and "touring" Tripura, a bit disappointed that there is not much to see. Thursday they will return to Dhaka with their stories and "shopping" - lower prices here, they say, than at home.

I plunged right into my work with the Holy Cross Community here at their Moreau House headquarters. The men gathered that same night from their missions, obviously grateful to be together and see one another again. A number live alone and spend much of their days walking between small villages and schools, or climbing treacherous hills in their old jeeps. Their enthusiasm was immediately contagious and I have felt very much welcomed and grateful to be among them.

Bishop Lumen Monteiro, CSC, the bishop of Agartala, whom I have known many years, came for Mass and breakfast the next day before leaving on a journey across India. Two full days of "assembly" followed, as the members of this province discussed the challenges facing them and planned their future. I toured Holy Cross School, an impressive English-medium primary and secondary school next door, founded in 1970 and now under the leadership of Fr. David Adaikalam, who studied at Portland a few years ago. The meetings ended with a picnic at nearby "ASHA" (Association for Social and Human Advancement) - their social action training and retreat center.

Our retreat began on the evening of January 7, five full days of prayer, silence, and reflection, on "The Cross, Our Hope." Their attentiveness and enthusiasm has not wavered yet! One day to go. Tomorrow we will process to their little cemetery where Fr. Victor Crasta, their first martyr, lies in peace. He was assassinated by insurgents in July 2000, but everyone firmly believes that his life was not in vain. His 11 years of ministry in this area, and his blood spilled needlessly, have inspired them all to continue to serve the people and work all the more for peace. Training and exposure programs for schools and the youth of all of North East India's seven states, have sprung up rapidly and recognition of these marvelous efforts in overcoming prejudice and division is more and more widespread. Victor's spirit lives!

This small state of Tripura, surrounded on three sides by Bangladesh, is more hilly and less developed and crowded then Bangladesh. There are few roads, and travel takes a long time. Holy Cross has parishes and schools in the North and South sections as well as here in Agartala on the Western border. The original Holy Cross presence here goes way back into the 19th century, almost to the first missionaries coming to Bengal. Then it was all India. After the partition into India and

Pakistan, the border prevented the men from moving between countries, so eventually those working on the India side began to expand on their own into the southern regions of India and drew native vocations. Now there are around 200 men religious of Holy Cross in two provinces of Indian priests and a district of brothers. They continue the pioneering efforts at education, pastoral ministry, and work for justice and peace. Their rapid growth has also meant that many of them have to work in formation (seminaries). Holy Cross is alive and well here!

Yesterday morning, Fr. Mathew Vadakedom, a senior member of the community and first provincial in India, arranged for me to visit the Missionaries of Charity at their nearby orphanage and dispensary. Early morning Mass with those five smiling Sisters rekindled my long-standing interest in them. Theirs was the 60th MC house I have visited around the world. (Out of 710! - a long way to go!) I'll end this month with a seminar for many of them who will gather in Nangpoh, Meghalaya.

Fr. Roy Thalackan, provincial, is trying to plan some travel for me to the neighboring province of Mizoram - next door, but a two-day journey because of the mountains and valleys and very limited roadways. It is no easy task, however, since special travel permits are needed, along with military escorts. Bishop Stephen Rotluanga, CSC, of Aizawl, is also trying his best to welcome me to his small isolated diocese. Several of the men here on retreat work in parishes there and I hope to accompany them on their return.

Electric power is unsteady and brownouts are quite regular. It makes for long nights and tired eyes! (And limited computer access.) The simple lives of these people – including our own men - gives me strength! I don't know when I'll be able to write again, but know that I'm thinking of all of you, and thanking God for you! (And not missing the snow and cold of the Midwest at all!)

January 28, 2005.

Greetings from North East India.

Wednesday was Republic Day in India, with orange, white and green flags raised and colored bunting unfurled throughout this diverse land, and people expressing their gratitude and hope in song, dance, speeches and prayers for their country. A few years after independence, the new constitution was signed on this day.

I've been traveling through the North East region, made of up seven relatively small states above and to the east of Bangladesh: Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, and Tripura. A majority of the people are tribals, diverse in features, language, cultures and religions. The distances are short - at least on the map — and the population much less dense than the rest of India, but the contrasts are great. The headquarters of our new Holy Cross Province of North East India is in Agartala, Tripura, only a few miles from the Bangladesh eastern border. Our missions at present are in Tripura, Meghalaya, and Mizoram, and over the last few weeks I have visited most of them.

Our retreat ended on January 12, and our 30 Holy Cross priests quickly scattered to distant missions in their jeeps, loaded down with supplies and good memories of their time together. Heading north from Agartala with Fr. Paul Choorackal we joined the police escort at the stipulated time and moved slowly through the Tripura hills. Sporadic insurgency in the area prompted the government to take this action some years ago; caravans of trucks, buses, and other vehicles form at the starting point and proceed cautiously, with police jeeps interspersed among them, and camouflaged guards patrolling the hills at regular intervals. Several hours later the caravan ended and we moved off at our own pace, stopping at the missions in Kumarghat and Panisagar for lunch and then tea. Our already-loaded jeep was soon filled with three more passengers – a young woman whom the sisters begged us to take back to Mizoram, and two young men going to begin their trial period as cooks at Paul's mission. Oh yes, we also had five live rabbits in our cargo.

We stopped in the evening at the Salesians beautiful new teachers' training center outside of Silchar in the state of Assam. It took a long time to find it, but as they say: "If you build it they will come!" (I'm not sure what low-paid teachers are going to think of this rather elaborate facility.) Then we drove on to the old bishop's house in Silchar, the former diocesan center of the whole region, before it was split into two dioceses: Agartala (Tripura) and Aizawl (Mizoram). A long day's journey ended well.

We made a quick morning visit to the Bethany Sisters at Holy Cross School across the street. A minor but humorous crisis occurred when I was unable to get through the "turnstile" guarding the entrance to the grounds. (I still have doubts that many normal-sized adults could manage it!) But Paul went for the key and I made my grand entrance through the full gate. Holy Cross missionaries began the parish and school in Silchar (and so many of these cities and towns) over the last decades, and the spirit of Holy Cross continues to inspire them.

Heading south out of this eastern section of Assam, we came to the border of Mizoram. My restricted-area documents were ready, but proved unnecessary, as the many border patrols waved us through with big smiles. Mizoram is almost entirely Christian (mostly Presbyterian and Baptist) and the Fathers are known and respected. A major training camp for guerrilla warfare (world-wide) covers the mountains at the entrance to the state. Long periods of violence and insurgency in Mizoram ended about 15 years ago with peace treaties and cooperation between the rebels and the government. Mizoram is entirely mountainous - 3000-6000 feet - with long north-south ridges of green hills lining inaccessible valleys. There are few roads. Travel is slow - endless climbs, switchbacks and

descents, no side barriers or markings on the narrow road. The contrast begins immediately upon entering the state. From the plains of Assam the hills of Mizoram loom up suddenly; the dark skin of the Assamese gives way to the pale yellow of the Mizos. Clothing, transportation, houses, and shops - all are markedly different, like entering a distant nation.

Mizos are literally "hill people" and their custom is to eat only twice a day, breakfast and an early dinner - mostly because they are moving up and down the mountainside all day, trying to cultivate whatever little patches of land they can clear by cutting and burning. Pork is the mainstay of their diet and the giant pigs are coddled like rich lazy uncles - living their lives in wooden sties built next to each house, elevated above the ground (for cleanliness), fed and watered and finally slaughtered, boiled (along with every other food) and consumed. They do not wander free; with no level land, they would go rolling over the nearest cliff if left unattended.

We stopped briefly in the northern town of Kolasib, visiting the de Montfort Brothers at another Holy Cross school and the orphanage of the Missionaries of Charity. Finally we approached Aizawl, the largest city (about half of Mizoram's 900,000 population) at nightfall, and it was a sight to behold! Thousands of flickering lights on the side of every mountain. I tried to recall anything like it from my travels. Much too dense for a ski resort, or even San Francisco; more like Mexico City or Rio. But these are not barrios or slums, but full-fledged houses, carefully erected on pillars and stilts, with endless steps, layered between narrow roads, which carry a full volume of traffic. Morning brought an even more spectacular sight as I surveyed the sprawling hills covered with office buildings, churches, schools, and homes, as far as the eye could see. But after last month's tsunami, I couldn't help but reflect on the terrible consequences of an earthquake in this region - located, as are many of these states (and Bangladesh), on major faults.

We had descended into one of the valleys where the bishop's house is located to spend the night. Bishop Stephen Rotluanga, CSC, is the first Mizo bishop and head of this newly configured diocese. He is a gentle artist, now shepherd to his own people. Mizoram faces many of the same challenges as the rest of the world, but the relative isolation of the people has tended to complicate their lives. They are artistic, musical, and highly literate (second state in India after Kerala). But modernity, consumerism, and "western" trends have hit hard. Joblessness is a huge problem, begetting broken families, high rates of promiscuity and serious drug abuse. Posters everywhere warned of AIDS.

We intended to return a few days later to Aizawl and spend more time with Bishop Stephen, so we left with many alleluias ringing in our ears - from the charismatic healing retreat going on at St. Lawrence school above the bishop's house. We drove another 150 kilometers to Khawzawl where Fr. Paul is in charge of two St. Joseph schools (primary and secondary with 250 students) and acting pastor of St. John's parish. He is assisted this year by Regent Sijo Joseph. I had met Sijo and his fellow regents at their novitiate in Yercaud (South India) in 1999 and it was good to see them again in action. The rectory, high school and hostels are located on what seems to be the only piece of flat land in the country, a beautiful rise in the middle of a valley below the small town. The church and primary school are some distance away, however, on the side of a mountain. But the song and welcome of the people made the climb for Sunday morning Mass worthwhile. A native Mizo sister expertly translated my homily and the villagers' strong arms led me back down the treacherous steps to the road.

Each day of my journey opened with Mass with the Holy Cross community and sisters, in English, Bangla, Khasi or Mizo. Boys and girls from the hostels joined us - singing vigorously in their ecumenical voices. Afterwards they sang their homegrown "welcome" songs in English and presented me with flowers stealthily picked from the sisters' gardens. I reminded them how happy we were to welcome THEM to Holy Cross schools as we do throughout the world. Afterwards I spent an hour with the teachers, encouraging them in their difficult vocation.

In Khawzawl and later in Champhai - 40 kilometers further on the Burmese border - these school visits and assemblies were unexpected bonuses to my travels. In Champhai four Holy Cross Brothers direct another Holy Cross School (300 students) in a beautiful mountaintop setting, some distance from Holy Cross parish in town. The full welcome routine was repeated there, following upon their recent 25th anniversary celebrations. Both Fr. Paul and Br. Dominic told of their difficulties in maintaining the facilities as well as enrollment. But their own enthusiasm was so evident - true "educators in the faith."

The time spent in those mountain villages was certainly the coldest so far! A few mornings I worried that I was sprouting gray hairs (at long last), but I think it was just frost! And my arthritic knees and fingers seemed to be worsening before my very eyes. I was presented with a number of tribal shawls during the trip, and they were well used!

I contemplated the beautiful scenery on the long trip back to Aizawl. Not much hope for tourism, however. The infrastructure is simply not there, and it would never suit the Mizos' built-in reticence - although they are totally infatuated with things American and Western. Maybe the damage has already been done. . . . With their above-average literacy and education they tend to look down on menial jobs, like construction, road-building, and street cleaning, importing workers from distant states to do these tasks. Baptism has taken place, but evangelization is the real challenge. And there are few signs of ecumenical cooperation. The proliferation of spired

churches on the hillsides reminded me of some midwestern cities in the USA.

Bishop Stephen's Christ the King Cathedral sits high on another mountain, some distance from his house. It is an imposing structure, bright, colorful, but accessible only to small 4-wheel drive vehicles, strong-legged Mizos, and mountain goats. I decided NOT to try to go further, up the 160 steps to St. Paul's school on an adjacent mountain. Enough to gaze at it from down below! And to imagine the good learning that takes place there, now under the de Montfort Brothers.

Leaving the mountain kingdom of Aizawl, Bishop Stephen and I headed back to Silchar in Assam, talking more about his Mizo people and the challenges facing them. After a brief stop we went on to Meghalaya and on a bridge near Badarpur, I shifted to Fr. Roy's jeep and Bishop Stephen went on to a distant mission for the weekend events.

Every border is a surprise. A whole different type of mountain - more verdant and lush - greeted us as we entered Meghalaya and drove to Umkiang, the newest Holy Cross parish and school, rising high above the main route between Silchar and Shillong. In two years much has been accomplished. Fr. Francis Sebastian, CSC, has expanded the school, built up the parish, and is now erecting a house on the side of the mountain. He hopes to begin building a church soon. Priests and people from around the Meghalaya gathered for the parish Eucharistic celebration. Colorful tarps were rigged up on bamboo poles to shelter the crowd of some 1500 from the bright sun. A "traditional" Indian band played more somber tunes while the Khasi folk group challenged them to "lighten up"! Steps everywhere - bamboo scaffolding, construction projects, and smiling Khasi faces. A light rain did not dampen the crowd's exuberance, though the wind did blow the tarps away as Fr. Roy was preaching!

The long ride back to Tripura began at 4 pm, twisting and turning through the mountains, along broken roads badly damaged by last summer's floods. We arrived at Panisagar for a late dinner with Fr. Robert, at yet another Holy Cross School and immense hostel building project. The village youngsters seem very young to be away from home, but it is the only way they can get an education, and they seem to thrive in every way. We spent the night at Kumarghat - down the road a piece – another of the early missions. Fr. Lourthuswamy and Regent Dominic welcome us. They have no school, but the hostel residents travel into town each day to attend public schools. The Missionaries of Charity have a large facility there, caring for the disabled and unwanted, as well as a large leper colony, a self-sufficient village in a beautiful forest. Theirs was the 62nd M.C. house I have visited around the world. I'll be seeing some of them again on February 2 in Nongpoh for our seminar.

We arrived in Kathalcherra the next morning, a sprawling village mission with 800 students in Holy Cross School. A welcome program took place - another delightful surprise - and I gave a talk to the assembled faculty afterward. Fr. Matthew sent us off well-fed to face the police escort through Tripura's jungle. We arrived in Moharpara in time for Roy to depart before the roads were closed for the night. Since he was leaving the next day for South India he wanted to get home. I stayed overnight with Frs. Lancy and Simon at the parish, and Frs. Jose and P.V. Joseph who conduct an exposure program for Holy Cross seminarians (approx. age 18-22) during the course of their studies. This gives the young candidates from South India a chance to observe the NE Missions and perhaps opt to join this province in the future. I celebrated Mass for them the next morning and gave them a Holy Cross "pep talk." Their enthusiasm was quite impressive!

Fr. Lancy drove me back to Agartala, stopping at the diocesan catechetical center in Champaknagar and the first Holy Cross mission (now diocesan) at Mariamnagar. An elderly lady there told stories of the early days, with Frs. Ray Massart and Joe Voorde coming over from Srimangal on horseback to assist at the mission. She must have been ancient, for both fathers died over 10 years ago at a ripe old age.

Back at Agartala I bade farewell to Fr. Roy and opened e-mails for the first time in two weeks. We celebrated the birthday of Fr. Thomas Pereira the next day at Bishop Lumen's house down the road. Thomas has just moved there to take up administrative duties for the diocese after serving many years in Mizoram, building the rectory and school at Khawzawl. Fr. Kanikkai (superior of Moreau House) took me to Bodhjungnagar that same morning, where I saw Holy Cross Boys Home (many orphans living in group homes) and Blessed Andre Mission. The Holy Cross Sisters will be opening a new mission at the Boys Home in another week, so Kanikkai is busy putting together a livable home for them. Frs. Hormis John and Joe Paul and Regent Sunil welcomed me to the mission and we toured another extensive compound of hostels, high school, convent, rectory, and beautiful church in honor of Blessed Brother Andre.

Yesterday I traveled to South Tripura to see the last of the missions on this side: Tuikarmaw. I celebrated the opening Mass for Holy Cross School (700+ students) and Frs. Davis and Abraham took me around the village. Once again the great numbers of bright-eyed children from kindergarten through class ten who walk in their uniforms with such pride, gave me great joy. Many of them are from the Riang tribe. This village has grown from 40 to 400 families in the last few years and the school is bursting at the seams. The 14 computers are well used! Lala, the expert driver for Moreau House, took me safely back and forth, nearly three hours each way. (75 kilometers).

Today, as "chief guest," I installed the student leaders and addressed the assembly at Holy Cross School across the road. This is the flagship of the fleet, with 2900 students in two shifts,

and a large colorful campus, sporting plaster busts of the Indian greats (Moreau and Andre are included!) and a long impressive mural/bas relief of various sports, yoga, and healthy activities. A fleet of large school buses is operated by the school to bring children from distant parts of the city. But the hostels are also filled to capacity. I must say that the strong emphasis on making education available, accessible and affordable for the people around all our missions is most impressive.

This is my last full day in Agartala and I hope to send this out before I leave tomorrow on a 9 a.m. short flight to Guwahati, Assam. The M.C. Sisters have promised to meet me and ferry me down to Shillong where I will begin my tour of our missions and seminary program, and visit the Holy Cross Sisters. I'll be ending my India adventure with a seminar for the Missionaries of Charity in Nongpoh from February 2-6. Then back to Bangladesh to bring closure to these two months of challenging and joyful travel. It has been a time of wonderful surprises. Little did I know that I'd be lecturing on education as well as preaching the gospel nearly every day - and trying to recover from the bounces and bumps of jeep travel in between. The hospitality and welcome at every spot has buoyed my spirits even more than I had anticipated!

I do hope the midwestern snows are OVER by the time to land in South Bend on February 19! Perhaps I'll have one more report before reaching home again - no promises!

Many prayers and blessings to all.

February 27, 2005.
Greetings from Notre Dame in February,

With temperatures in the teens and snow whirling outside my window, I now send you my final report from my travels in North East India and Bangladesh. I got back home around noon on February 18, right on schedule, after 52 hours on the road from Dhaka.

I had hoped to write these final notes before departing Bangladesh, but the press of visitors and activities during the final days made it impossible. And of course, the same happened here upon arrival! But now I am gradually getting settled, bags are unpacked, mail opened, e-mails downloaded, and I want to share my thoughts with you again, at least the days since my last report of January 28.

On January 29 I said good bye to all in Agartala and took a short flight over the mountains (foothills of the Himayalas) to Guwahati, capital of Assam. The faithful Missionaries of Charity were there to meet me and take me to lunch at their house nearby and then three hours further south to Shillong and our Holy Cross house at Brookdene, where I unloaded all my bags filled with shawls, calendars, and other souvenirs for people in the USA. Fr. Alex and his group of 10 seminarians preparing for their BA exams greeted me with a welcome liturgy and tried to keep me warm in the cold mountain air - 2 degrees Celsius that first night! I wondered how they could study; all I wanted to do was drink coffee and get under the blankets!

Shillong is the capital of Meghalaya and another city built on hills. The people are primarily of the Khasi tribe, with their own language and yet another very special culture. Our seminarians come from all of the NE states, representing a wide variety of languages and cultures. They are the future of our province in the North East and their enthusiasm and commitment was most impressive. I had always hoped to visit Shillong - a favorite vacation spot for our men from Bangladesh (in the summer!) - and finally had that opportunity.

Sunday morning Alex took me to Good Shepherd parish in Jongksha where he celebrated Mass in the Khasi language; one of the catechists translated my homily. Once again the welcome of the people in this mountaintop parish warmed my heart. The seminarian regent - Bobby John - showed me around that afternoon. The pastor, Fr. Joseph was visiting several of his mission outposts that day, and returned in time for dinner. After Mass the next morning with the Bethany sisters who run the school and dispensary, Joseph took me to the next Holy Cross parish in Mawkynrew, the final place I visited on my tour of our 17 houses in the North East. The terrain here is a high treeless plain, hilly and barren, with endless potato fields, ready for the next planting. The people are poor and hard-working, used to walking and climbing, carrying heavy loads, wherever they go.

That night Joseph took me back to Brookdene where I spent an hour talking with the candidates about Holy Cross and their future life with us. Brookdene is the crossroads of Holy Cross in Meghalaya and many others were coming and going, including Fr. Suresh, the pastor of Mawkynrew who had not been at home during my visit earlier that day, and Fr. Theophil, the energetic young vocation director of the North East, who lives out of his jeep, touring the schools and parishes of all seven NE states, trying to interest young men in Holy Cross.

Bobby and the house driver took me on to the Missionaries of Charity house in Nongpoh the next afternoon, a beautiful two-hour drive through the mountains, past a huge man-made lake and many forests. I settled into my little house on the Sisters' compound and prepared for the next six days I would spend with them. The next day I gave the first three conferences in our "seminar" to 30 of the "senior" Sisters who had gathered from this region. My old friend Sr. Consolata, their regional superior, returned that evening from South India and we recalled many happy memories. She was the first MC that I met - 25 years ago in Bangladesh - and has invited me to various places in the MC world over those many years. Sr. Blanche and the local community at Nongpoh kept me well-fed and watered (if not very warm) the next five days. As always, my time with the Sisters was inspiring and renewing. And they seemed to respond well to my talks and stories. The days passed too quickly.

By Sunday afternoon, two of my "sons" from Bangladesh arrived by bus via Shillong to guide me safely back. The Sisters welcomed them to Nongpoh and after extensive farewells, their driver took us back to Shillong where we saw two more of the Sisters' houses (65 and counting) and stayed at Brookdene once again for a final day in Shillong.

By then the younger college group had returned after the holidays (school starts much later here because of the COLD), and I spent an hour with them talking about Holy Cross. Then Alex took us to visit the huge cathedral of the Archdiocese of Shillong and later that day I visited our Holy Cross Sisters at their two houses. One group (five) is preparing to enter the novitiate in Bangladesh next month and the other group (10) is studying for their BA at one of the colleges. I was happy to see Srs. Bruno and Parboti again and meet their lively Indian Sisters.

On Tuesday, February 8, Kamal, Monir and I said our goodbyes to Alex and his seminarians and boarded our "taxi" to return to Bangladesh. Nearly three hours of downhill spirals brought us to the border and after the usual red-tape processing, we walked across into the plains of Bangladesh. I had been in India five weeks at that point and was happy to be on the last leg of my journey. My mobile phone began ringing once again at regular intervals as we reentered the "network." We rented another taxi there and journeyed another three hours to Srimangal and the familiar surroundings of St. Joseph Parish. Fr. Martin Nguyen (visiting from USA) and Frank Quinlivan were touring the villages, but returned later that evening for a Mardi Gras reunion celebration.

The next morning we all got our ashes and then boarded a train for the long (six hour) ride back to Dhaka. Kamal and Monir expertly managed all my (and their own) bags of Indian souvenirs and purchases. It was good to get back to Notre Dame College by nightfall. The seminary garden is taking shape again, after all the truckloads of mud have been spread and the campus fields raised. So they pray that their fifth planting of the year will finally be successful!

During the final days I didn't stray much outside the gate. The temperature was rising steadily - heat in the 90s and political tensions filling the air. Frequent general strikes, the effects of five weeks of jeep travel and new experiences in India, coupled with the needless stream of visits from my old Bangladeshi friends, kept me close to home. So many came from afar, bringing fruits, yoghurt, cakes, hand-embroidery works, family pictures, etc. My full bags would be stretched to the limit - no wonder they get so battered in transit! But their love would sustain me for the years ahead!

On Saturday we gathered to celebrate the ordination to the diaconate of 15 seminarians, including five from Holy Cross. That evening I made a final visit to Neo and Charmaine Mendes, whose daughter Nicole is soon to graduate from the University of Notre Dame. Their hospitality always eases the transition back home! Final gatherings of the community Sunday night at ND College and Tuesday evening at Moreau House completed the farewells. Monday I spent in meetings with Steve Gomes (provincial) Frank Quinlivan, and Parimal Pereira, discussing the future needs of the province and their hopes to develop the retreat house at Bhadun.

Many final visitors and goodbyes — especially to Frs. George Pope and his medical center and Jim Banas and his Boys' Home and other projects, and then the ride to the airport Wednesday evening, February 16. I began the long homeward trek. It all seems like a dream now, as I sit here writing these words.

I cry over the difficult and dangerous situation right now in Bangladesh. The terrible traffic, endless politics, frequent strikes, and rampant violence continue to cause suffering to rich and poor alike. But the poor have no resources to survive. What will come of that nation? It is hard to imagine much of a future, and I have doubts that the poor will share in any positive way. Somehow they manage to live hand-to-mouth, day-to-day. Only Allah's goodness can save them. Luckily their faith in him is strong!

Our Province of North East India is alive and strong. They too face problems that will test their faith and strength. But their energy, missionary spirit, and brotherhood will carry them forward. In a less nationalistic, borderless world, the Holy Cross communities in India and Bangladesh would be able to work more closely to support one another in the mission. For now, that remains a dream, but since we profess to be "men with hope to bring" we must make it a reality.

From my warm quarters on the fourth floor of Moreau Seminary, and our Mission Center offices on the "garden level," I thank you for your prayers and messages of support.

Blessings and much peace,
David E. Schlaver, CSC

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.pbcausa.org

বঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের আগমন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ - সে যুগের খ্রীষ্টান সমাজ

জুলিয়ান গমেজ, *ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক* **সংগ্রহে - বেঞ্জামিন রোজারিও (প্রবাসী'র উপদেষ্টা),** *বেয়ন, নিউজার্সি*

সেকালে নূতন খ্রীষ্টানদের সাধুদের (সেইন্ট্স) নামে দীক্ষা দেওয়া হতো এবং যে পুরোহিত তাদের দীক্ষা দিতেন তিনি তাদের নিজের পদবীটিও দিতেন। দেশীয় নাম ও পদবী তাই ব্যবহার করা হতো না। আন্তোনিয়োও এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন। আধুনিক পর্যবেক্ষক হয়তো প্রশ্ন করবেন; কি দরকার ছিল দেশীয়দের উপর এই ভিন্ দেশীয় পদবী চাপাবার? উত্তরে বলা যায়, এর প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট। এতে এক বিশেষ উপকার সাধিত হয়েছে। প্রথমতঃ খ্রীষ্টানদের একটা নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন ছিলো, দ্বিতীয়তঃ নূতন খ্রীষ্টানরা এসেছিল বিভিন্ন জাত ও ধর্ম থেকে। কেউ ছিল খাস মোগল, কেউ পারসী, কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ বৌদ্ধ - তাদের পূর্বের ভেদাভেদ তুলে দিয়ে খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ অনুযায়ী সকলকে একই পর্যায়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তা ছিলো - নাম আর পদবী পরিবর্তনের ফলে কারও মধ্যে কোন জাতিভেদ জ্ঞান, আত্মদৈন্য বা গর্ববোধ করার কোন কারণ থাকতো না। আবার অনেক দেশীয় অখ্রীষ্টান ও পর্তূগীজ নামে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতো। আল বুকার্ক নামে নিন্দুক ব্যক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায় সে যুগে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে পর্তূগীজ পদবী আজও চলেছে। যেমনঃ কোরায়া Correa, কস্তা Costa, দি কস্তা De Costa, ক্রুজ Cruz, দি ক্রুজ De Cruz, গেস্পার Gesper, গোমেজ Gomez, পেরেরা Pereira, পিন্তো Pintu, রুদ্রীকস্ Rodregues, দেসা Desa, সুজ Souza, দি সুজ De Souza, জেভিয়ার Xavier, গনছালভেস Gonsalves, পেরিস Peres, দি সিলভা De Silva, বাপতিস্তা Baptista, কর্নেলিয়াজ Cornilius, দানিয়েল Daniel, দায়েস Dias, লোবো Lobo, কার্ভানো Carvalho, ফরতাদো Furtado, মানোয়েল Manuel, সালগাদা Salgoda, ভিক্তোরিয়া Victoria।

দেশীয় খ্রীষ্টানরা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তবে বন্দরের কাছাকাছি অঞ্চলে তারা বেশী থাকতো। সেকালে কোন লোকগণনার ব্যবস্থা না থাকলেও মিশনারীরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খ্রীষ্টানদের হিসাব রাখতেন যা থেকে আমরা সেকালের বহুকিছু জানতে পারি। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৭,০০০ প্রাপ্ত বয়স্ক দেশীয় খ্রীষ্টানদের কথা জানা যায়, তাদের বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যা নীচে দেওয়া হলো।

হুগলী - ৪,০০০ জন
বাঞ্জা - ৫,০০০ জন
তমলোক - ৩০০ জন
পিপলি - ৪০০ জন
হিজলী - ৩০০ জন
বালেশ্বর - ৭০০ জন
চট্টগ্রাম ও দিবাঙ্গা - ৭,০০০ জন
ঢাকা - ২,০০০ জন
যশোহর - ৪০০ জন
নড়িকুন - ২,০০০ জন
তেজগাঁও - ৭০০ জন
ভূষণা - ২০ জন
আরাকান - ২,০০০ জন
রাঙ্গামাটি - ৭,০০০ জন

সেকালে হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের সাথে খাওয়া দাওয়া, ওঠা-বসা করত না। সমাজ ছিল জটিল এবং জাতিভেদ প্রথায় আবদ্ধ। সে কূপমুন্ডকতা ঘুচাতে প্রায় দুশো বছর লেগেছে।

জীবন যাত্রা

পশ্চিমবঙ্গের আদি খ্রীষ্টানদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার উপায় নেই। কলিকাতায় বসবাসকারী খ্রীষ্টানদের জীবনযাত্রার পরিচয় অবশ্য কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু এদের আদি খ্রীষ্টানদের ফেলা যায় না। এরা ছিল অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কলিকাতার আদি খ্রীষ্টান বলতে পর্তূগীজ আর ইংরেজদের বোঝায়। দেশীয়দের মধ্যে ধর্মপ্রচার আরম্ভ হয় অনেক পরে - ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর। সেই জন্যে তাদের কথা আলোচনা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। পূর্ব বাংলার সম্বন্ধে অনেককিছু জানা যায়।

নাগরীতে লোকসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কিন্তু ১৬৮০ থেকে ১৬৯৬ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে উঠে এসে বহু খ্রীষ্টান নাগরীতে বসবাস করতে থাকে। শেষে কয়েকজন দোকানদার ছাড়া অন্য ধর্মের কোন লোক এ অঞ্চলে থাকতো না। নাগরীর ফাদারেরা এখনকার শাসনকর্তার কাজ করতেন। তাঁরা গ্রামে শান্তিরক্ষা করতো এবং মৃত্যুদন্ড ছাড়া সব রকমের শাস্তি দিতে পারতেন। ঢাকার শাসনকর্তা তাঁদের এই অধিকার দিয়াছিলেন। ১৭৫০ সালে খড়ের ছাউনি ও মাটির দেয়ালে গির্জা তৈয়ারী করা হইয়াছিল। প্রাপ্ত বয়স্ক খ্রীষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৬০০, গুপ্ত খ্রীষ্টানরা ৮,০০০, প্রকাশ্যেরা ১,৫০০ এবং ১৭৩৩ জন পর্তূগীজ পোষাক পরতো। এখানে একটা স্কুলও ছিলো, ছাত্র সংখ্যা ১৫০। স্কুলে পড়ানো হতো মুখে মুখে। অনেক গান শেখানো হতো যা সব খ্রীষ্টানরা জানতো। তারা গান করতো এবং অন্য লোকেরা প্রশ্ন করলে তারা তাদের অর্থ বুঝিয়ে দিতো।

এ অঞ্চলের খ্রীষ্টানরা পূর্বে স্বাধীন কৃষক ছিলো। কোনদিন কারও দাসত্ব করেনি। বহু হিন্দু রীতি নীতি তারা মানতো, যেমনঃ ১। অধিবাস, ২। সোহাগ পাজী (জল সাধা) (১) পার্ক স্পর্শ ৪। বাইসবিয়া (বাসী বিয়ে) ৫। সাতামৃত (সাতভক্ষা)। শিশু জন্মানোর আগে তার ও তার মায়ের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান। ৬। ষটিয়ারা, ঘোটিয়ারা, মেটেরা - নবজাত শিশুর কল্যাণ কামনায় ষষ্ঠীর পূজা। ৭। অন্নপ্রশন্ন।

নাগরীরর প্রচারকদের এসব ক্রিয়াকর্ম বাদ দেবার জন্য খ্রীষ্টানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিয়ের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রী স্থির করার কাজে পিতামাতার ইচ্ছাই সর্বাগ্রে রক্ষা করা হতো- এটাই ছিল সেকালের রীতি। কিন্তু প্রচারকেরা অনুরোধ করেছেন সন্তানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন কাজ করা না হয়। খ্রীষ্ট ধর্মের আদর্শ অনুযায়ী ফাদাররা মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তাদের কাজ মোটেই সহজ ছিল না। সে যুগে অশিক্ষিত রক্ষণশীল দেশীয় জনসাধারণ ফাদারদের কথা বুঝতে পারতো না মোটেই।

নোয়াখালীর খ্রীষ্টানদের অনেকেই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। এ অঞ্চলের কিছুসংখ্যক খ্রীষ্টানদের সাহেব বংশধর বলা চলে। কিছু সংখ্যক পর্তূগীজ এ অঞ্চলে বসবাস করে দেশীয় মেয়েদের পাণিগ্রহণ করে। এদের বসবাসের ধরণ এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মত। সেকালের পর্তূগীজ বংশধরেরাও নানারকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করতো; তারা গ্রামের বয়স্ক লোকদের নেতা নির্বাচন করতো যাঁরা পুরোহিতের অবর্তমানে বাপ্তিস্ম ও বিবাহ কাজ সম্পন্ন করাতেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হোলী ক্রশ ফাদাররা আসেন, তাঁদের না আসা অবধি অবস্থা এই রকম ছিলো, পরে খ্রীষ্টানরা অন্য ধর্মের মেয়ে অবাধে বিয়ে করা বন্ধ করে এবং ধর্মের আইন কানুন ভালভাবে মানতে থাকে।" প্রায় ৬৫ বছর আগে এ অঞ্চলের খ্রীষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৬৬২। এরা পর্তূগীজ নামে বেশ গর্ববোধ করতো কিন্তু তারা উচ্চারণে নামগুলি কিছুটা বিকৃত করে ফেলেছিল। ফারনানদেজকে "ফোরান" বলতো। বর্তমানে অনেকে বাঙ্গালী নামে পরিচিত। বাপ্তিস্মের নামটা অনেক সময় উল্লেখ করা হয় না।

বাখরগঞ্জঃ

এ অঞ্চলের পর্তূগীজদের আসা যাওয়া বহুকালের। মিশনারীরা ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুরের তালুক অধিকার করেন। রাজা রাজবল্লভ সেন ফাদার আঞ্জসকে ইজারাটি লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর পৌত্র রাজা পীতাম্বর সেন সেটি পুনরায় সমর্থন করেন। কথিত আছে, রাজা রাজবল্লভের প্রজারা কোন কারণে তাঁর অবাধ্য হওয়ায় তিনি তাদের শাস্তি দেবার জন্য খ্রীষ্টানদের স্থান দেওয়া সমুচিত বিবেচনা করতেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, খ্রীষ্টানদের হাতে তালুক তুলে দিলে তাঁর প্রজারা খ্রীষ্টানদের সংস্পর্শে এসে জাত হারাবে। তিনি ব্যান্ডেল থেকে চারজন খ্রীষ্টান ও একজন পুরোহিতকে আনলেন। তাঁদের তিনি চারখন্ড জমিও দান করলেন। ঐ চারজন খ্রীষ্টানই তার সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। পরে এদের জমিগুলি একত্র করে ফাদারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শিবপুরের আদি গির্জাটি পেদ্রু গঞ্জালেস নামে এক ভদ্রলোক প্রথম স্থাপন করেন।

বেভারিজ মহাশয় তাঁর রচিত বইটিতে লিখেছেন, শিবপুর খ্রীষ্টানরা বর্তমানে গত শতাব্দী অপেক্ষা সংখ্যায় কম সঙ্গতি সম্পন্ন। এরা গোলা বারুদের কাজে দক্ষ ছিলো এবং মুসলমানদের বিয়েতে বাজী

প্রভৃতির যোগান দিয়ে এবং বাজী ছুড়ে টাকা আয় করতো। অনেকে পুলিশের চাকরী করতো। জমির ফসল, শুয়রের আক্রমন থেকে বাঁচাবার জন্য গ্রামবাসীরা খ্রীষ্টানদের সাহায্য নিতো। এটাও একটা পেশার মত। এরা চাষাবাদের কাজে অযোগ্য এবং অন্যান্য বাঙ্গালী প্রতিবেশীদের মতোই নিরক্ষর ছিলো এবং কুসংস্কারে বিশ্বাস করতো। বাখরগঞ্জ জেলাটিতে এককালে খুব প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান বসতি ছিলো। সেকালের প্রতিপত্তিশীল বহু খ্রীষ্টানদের নাম পাওয়া যা। দোমিঙ্গ দি সিলভা নামে একজন তালুকদার ছিলেন বুজুর গুমেদপুরে। তিনি চালের ব্যবসা করতেন এবং শিবপুরের গির্জাটি দ্বিতীয়বার স্থাপন করেন। এখানকার অন্যান্য তালুকদারের মধ্যে আমরা বালথাজার, যোহন, থোমাস প্রভৃতি আরও কয়েকজনের নাম পাই।

চট্টগ্রামঃ

এখানকার বাণিজ্যিক আর রাজনৈতিক ঘটনার কিছু আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক লীলাখেলার শেষ হবার পর পর্তুগীজ বংশধরেরা যখন সাধারণ নাগরিকের মত হয়ে বসবাস করছে। তখনকার এক জীবন্ত চিত্র আমরা পাচ্ছি দু'একজন লেককের চিঠিপত্র থেকে। তবে ঠিক কতজন পর্তুগীজ এ অঞ্চলে বসবাস করছে ইতিহাসে তা পাওয়া যায় না - গোয়ার ফাদারদের রেজিষ্টারেও না। যাহোক, বার্বিয়ে এসে এখানকার খ্রীষ্টানদের অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভে খুব ধর্মভীরু দেখতে পায়। তারা তিনটি উপনিবেশে বিভক্ত ছিল; প্রত্যেকটি বিভাগের নিজস্ব কাপ্সে, গির্জা ও মিশনারী থাকতো। অনেকেই পর্তুগীজ ভাষা বলতো; তবে বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় খ্রীষ্টান বিদেশী ভাষাটি আয়ত্ত করতে পারেনি, খ্রীষ্টধর্ম স্বাধীনভাবেই বিস্তার লাভ করেছিল; খ্রীষ্টানরা খুব ভক্তির সাথে পালপর্বন করতো। তারা প্রভুর স্মরনার্থে রাস্তায় ক্রুশ বহন করে শোভাযাত্রা করতো। জাঁকজমকের অভাব ছিল না- পথঘাট সাজিয়ে বিজয় তোরণ নির্মাণ করে তারা সংস্কারের উৎসব পালন করতো।

ঐ সময় কিছু সংখ্যক দেশীয় খ্রীষ্টান বাস করতো চট্টগ্রামে যাদের "বক্ত" বলা হতো। "বক্ত" মনে হয় "ভক্ত" কথাটির বিকৃত রূপ। এদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বিশপ লেগ্রন্ডের (Chittagong June 19, 1910) একটা উক্তি উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন, "বক্ত" বলতে সম্ভবতঃ ধর্মিকতা ও সাধু বুঝায়। কথাটি আমাদের যে তুমিলিয়ায় ধার্মিক সজ্ঞকে বক্ত সমাজ বলা হয়। নাগরীতেও ঐ রকম আছে। তুমিলিয়া থেকে দুই মাইল দুরে বক্তপুর নামে একটি গ্রামও আছে। আমি অনেক বয়স্ক লোকদের সঙ্গে বক্তদের কথা আলোচনা করেছি কিন্তু তারা এদের কথা কিছুই বলতে পারেনি।

বক্তদের মতে তারা পূর্বে ক্ষত্রিয় যোদ্ধা ছিলো। কিন্তু হিন্দুরা তাদের সে দাবী অনেক সময় স্বীকার করতো না। তারা সত্য সত্য যুদ্ধ করতো কিনা বলা যায় না। তবে কবি এবং গায়ক হিসাবে তাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিলো। কবিতা লিখে গান করা ছিলো তাদের প্রকৃত পেশা। হিন্দুদের বড় বড় পূজাপার্বণ উপলক্ষে তারা চট্টগ্রামে এসে পূজায় যোগদান করতো। বক্তেরা আগে যা'ছিল আজ আর তা নেই - তাদের জাতিগত পেশার লোপ পেয়েছে।

বেভারলি মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ থেকে চট্টগ্রামের খ্রীষ্টানদের প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানের কথাও বেশ কিছু জানা যায়। তিনি বলেন যে, এখানকার খ্রীষ্টানদের পদবী এবং নাম দুইই পর্তুগীজ হতো। কিন্তু পরে নামগুলি হতে লাগলো ইংরেজী কিন্তু পদবী সব সময়ই পর্তুগীজ রইল। তাদের দীক্ষার সময় যে নাম দেওয়া হতো তার সঙ্গে একটা ডাক নামও দেওয়ার প্রথা ছিলো। ডাক নামটা ধরেই ওদের সাধারণতঃ ডাকা হতো। অন্যান্য প্রতিবেশীরা খ্রীষ্টান নামগুলিকে অনেক সময় বিকৃত করে হাস্যকর করে ফেলতো - জন্‌কে বলা হতো জুনো সাহেব আর সামুয়েলকে সাম্মী সাহেব...। বেভারলি মহাশয়কে অনুসরণ করে আমরা কয়েকটা প্রথার উল্লেখ করবো যেগুলি প্রায় একশ' বছর আগে অবধি এখানে বর্তমান ছিলো।

শিশুর জন্মের পর ধর্মপিতা ও ধর্মমাতা স্থির করে, সাতদিন পর একটা অনুষ্ঠান হতো যাকে বলতো সাতুয়ারা (Shatura)। অনুষ্ঠানটি এই রকম - পাঁচ শাখা বিশিষ্ট আলোক-দান টেবিলের উপর রেখে টেবিলটিকে ফুল, শঙ্খ, সোনা ও রূপার টাকা দিয়ে সাজানো হতো। সাধারণতঃ শিশু ও তার মা'র বিছানার কাছে এসব রাখা হতো তারপর শিশুটির ধর্মপিতা ও ধর্মমাতা প্রত্যেকটি বাতির জন্য একটা করে নাম স্থির করতেন। সন্ধ্যায় বাতিগুলি জ্বালানো হতো এবং যেটা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতো সেটার নামেই শিশুটির নাম রাখা হতো।

ইতিমধ্যে তাকে অনেক উপহার দেওয়া হতো। রাতের বাকী অংশটা খাওয়া-দাওয়া করে কাটিয়ে পরদিন বাপ্তিস্মের ব্যবস্থা করা হতো। সাধারণতঃ শিশুটিকে সাতুয়ারা নামই দেওয়া হতো, অন্য কোন নামে বাপ্তিস্ম দিলেও সাতুয়ারা নামটা তার সঙ্গে থেকে যেতো। বড়দিন, পুনরুত্থান ও পূণ্য শুক্রবারে ধর্মপিতা-মাতারা শিশুটিকে উপহার দিতো, দেবার ক্ষমতা না থাকলেও দিতো কারণ এটা ছিল একটা প্রচলিত প্রথার মত। শিশুর বয়স যখন একুশ দিন তখন তাহা একটা সূবর্ণ সুযোগ। মেয়েদের কানছেদ করার সময়ও একটা অনুষ্ঠান হতো। এটা সাধারণতঃ খুব অল্প বয়সেই করা হতো। ঐদিন মেয়েটিকে নূতন বউয়ের মত সাজিয়ে কিছু উপহার দেওয়া হতো। তারপর তাকে স্নান করানো হতো এরপর খাওয়া দাওয়া - বেভারলির মতে এ অঞ্চলের লোকেরা খাওয়া দাওয়া আমোদ উৎসব খুবই পছন্দ করতো এবং যে কোন কারণে আসর জমিয়ে বসতো, এমনকি যেদিন ছেলের দাড়িতে প্রথমবার নাপিতের ক্ষুর ছোয়ানো হতো সেদিনও ছোটখাটো একটা কিছু হয়ে যেতো।

মেয়েরা বিয়ের পরেও বাপের নাম রাখতো, মৃত্যুর পর নামটি কবরের উপর খোদাই করে রাখা হতো। পাত্র-পাত্রী ঠিক করার কাজ ঘটকের দ্বারা করানো হতো। বিয়ের আগে একদিন নির্দিষ্ট করা হতো "ফুল করালের" জন্য নানা রকম অলঙ্কারাদি ও মন্ডামিঠাই নিয়ে ছেলের অভিভাবকরা মেয়ে দেখতে যেতেন। যদি দু'পক্ষ রাজী হতো তবে মেয়ের তরফ থেকে একটা ফুল দেওয়া হতো এবং মেয়েটিকে বরের আনা অলঙ্কারাদি পরিয়ে দেওয়া হতো। "ফুল করালের" মধ্যে হিন্দুদের "পাকা কথা" প্রথাটির ছায়া দেখতে পাই। এরপর পর পর তিন রবিবার গির্জায় বিয়ের সমাচার পাঠ করা হতো। বরের তরফ থেকে কিছু ভালো জামা-কাপড়ও দেওয়া হতো যা পরে কণে তৃতীয় দিন গির্জায় যেতো। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে থেকেই খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হতো, এ রকম সময় ঘরের দরজা খোলা রাখা হতো যেন সবাই এসে উৎসবে যোগ দিতে পারে। বিয়ের দিন গির্জার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে বরযাত্রীরা প্রথমে তাদের কোন এক আত্মীয় বাড়ী যেতেন, সেখানে কিছু জলযোগ করার পর বরের বাড়ীতে আসা হতো। বাকী উৎসবটা এখানেই শেষ হতো। সব শেষ হয়ে গেলে কণের বাড়ীতে ফিরে আসা হতো, কণের মা ও বাবা তাদের মেয়েকে স্বামীর হাতে তুলে দিতে যেতেন।

বেভারলি মহাশয়ের মতে এ অঞ্চলের লোকেরা মেয়েদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতো, স্ত্রীর প্রতি সামান্য সহানুভূতি দেখানোকে তারা কাপুরুষতা বলে মনে করতো। একশো বছর আগে হয়তো তাঁর কথা সত্য ছিলো কিন্তু সে সমাজ আর নেই - সে যুগের কঠোর আবহাওয়া আজ বদলে গেছে।

মৃতব্যক্তিকে স্নান করিয়ে ভালো জামাকাপড় পরিয়ে চারপাই কিংবা টেবিলের উপর শুইয়ে রাখা হতো। টেবিলটির চারদিকে চারটি বাতি বসিয়ে ধূপ পোড়ানো হতো। পুরোহিত এসে প্রার্থনা করতেন এবং শোভাযাত্রা করে গির্জায় যাওয়া হতো। শোভাযাত্রার আগে আগে একটা বিরাট রুপোর ক্রুশ এবং একজোড়া রুপোর দীপাধার বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। আরও কিছু প্রার্থনা ও ধূপ দেওয়ার পর দেহটাকে পবিত্র জল দেওয়া হতো। এরপর গোরস্থানে গিয়েও প্রার্থনা করা হতো। ক্রিয়াকর্ম শেষ হয়ে গেলে সকলে মিলে মৃতের আত্মীয়-বাড়ী যেতো। সাতদিন পরে শ্রাদ্ধের মত একটা অনুষ্ঠান হতো - আরও একটা অনুষ্ঠান হতো প্রথম, তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং দ্বাদশ মাসে। ঐ সময় মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করা হতো।

এছাড়া আরও অনেক প্রথা ছিলো। শিশুর জন্মের সময় এরা যে দু'একটা প্রথা মানতো তা মনে হয় মুসলমানদেরও মধ্যে প্রচলিত ছিল।

পর্তুগালের সঙ্গে যোগাযোগ শেষ হওয়ার পর এ অঞ্চলের দেশীয় খ্রীষ্টান এবং পর্তুগীজ বংশধরদের তেজ এবং উচ্চাকাঙ্খা ধীরে ধীরে কমে গিয়েছিল - তারা অপরের উপরই বেশী নির্ভর করতো, নিজের চেষ্টায় কিছু করতে চাইত না। তাদের বংশ গর্ব ছিল - অখ্রীষ্টান প্রতিবেশীদের তারা সামান্য ঘৃণার চোখে দেখতো। আবার আশে পাশের অ-খ্রীষ্টানর এদেরই খানিকটা বিদ্রুপ করতো - উচ্চ বলে মানতো না। এই অলস এবং শিক্ষাবিমুখ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় আগের চেয়ে গরীব হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে বেভারলি মহাশয় বলেন যে সব পর্তুগীজরা রাজাদের অধীনে সৈন্যের কাজ করতো তারা অধিকাংশই সুন্দরী মুসলমান বা স্থানীয় খ্রীষ্টান মেয়ে বিয়ে করতো তারা এখানেই থাকতো, গোয়া কিংবা পর্তুগালে ফিরে যেতো না। এদের সন্তানেরা অবশ্য মায়ের কোল থেকেই দেশীয় ভাষায় কথা বলতো, ফলে পর্তুগীজ ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম থেকেই বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছিলো। এরা কালক্রমে দেশীয় খ্রীষ্টানদের সাথে মিশে গেছে কিংবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মত বসবাস করছে।

[পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্ত]

PROBASHI EDUCATION FUND

সূধী,

প্রবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রবাসীর যাবতীয় কর্মকান্ডে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা, উপদেশ ও সাহায্যের জন্য জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমরা সবাই আজ এই নতুন সমাজ ও দেশের বাসিন্দা। পরম করুণাময় ঈশ্বরের আশির্বাদে জীবনকে নূতনভাবে ঢেলে সাজানোর সুযোগ আমরা পেয়েছি। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, পার্থিব সফলতার পাশাপাশি আমরা যেন আমাদের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যাই। বিধাতার 'মঙ্গল আলোকে' আমাদের জীবন আজ উদ্ভাসিত। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মাঝে সেই আলোর জ্যোতি পৌঁছে দেয়া আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। মানবিক ও নৈতিক সেবার মাধ্যমেই আমরা পৌঁছে দিতে পারি এই আলোকবর্তিকা সমগ্র বিশ্বে।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমরা থাকি না কেন, আমাদের শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষার শুরু হয় জন্মভূমির কোন না কোন মিশনারী স্কুল থেকে। দেশী-বিদেশী ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমাদের সকলকে প্রস্তুত করে দেন, যেন আমরা জীবনে সততা ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে নিজ নিজ প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে জীবনে সফল হতে পারি। 'মানুষ' গড়ার এই মহত প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিদেশী সাহায্যের অভাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কঠিন আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত। মানুষ গড়ার এই প্রচেষ্টায় আমরা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারি। আমরা সকলে নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য দিয়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ অব্যাহত রাখতে সাহায্য করতে পারি। শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে পারি আরও অনেকগুলো জীবন, কারণ - দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তির একমাত্র পথই হচ্ছে "শিক্ষা"। আসুন আমরা সবাই মিলে এই মহতী প্রকল্পে শরিক হয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

এই মহতী প্রচেষ্টাকে সুপরিকল্পিতভাবে কার্যকরণের দায়িত্ব নিয়েছে আমাদের প্রবাসী বাঙ্গালী খৃষ্টান এসোসিয়েশন। আপনার দেয়া এই সাহায্য প্রবাসীর ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা রাখা হবে এবং প্রতি মাসে সংগৃহিত অর্থ সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠানো হবে। শ্রদ্ধেয় ফাদার যোসেফ পিসেতো, সি.এস.সি. এই সাহায্যের সুসম বন্টনের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং প্রতি বছরের শেষে এই সাহায্যের পূর্ণ হিসেব প্রবাসীকে পাঠাবেন। এই হিসেব আমরা আমেরিকার সরকারের কাছে ট্যাক্স ফাইল করার সময় দাখিল করব এবং সাহায্যকারীদের কাছেও একটি করে কপি পাঠানো হবে।

পরিশেষে, আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

Joseph D'costa
যোসেফ ডি' কস্তা
প্রেসিডেন্ট

রিচার্ড বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক

Name: .....

Address: Street ..... Apt: ..... City .....

State ..... Zip ..... Phone: ..... Cell: .....

Email: .....

Donation Amount : $ _____ for ❑ Monthly ❑ Quarterly ❑ Annual ❑ One Time

Signature: ..... Date: .....

Please write your check or money order to: **PBCA**
and mailt to: ***PBCA, P.O. Box - 1258, New York, NY 10159-1258***

আসন্ন অনুষ্ঠানমালা

কানেকটিকাটে প্রবাসী'র বাংলা খ্রীষ্ট যাগ

তারিখঃ ১০ই এপ্রিল, রবিবার, সময় ঃ ১টা - ৩টা
স্থানঃ সেন্ট আগষ্টিন চার্চ, হাটফোর্ড, কানেকটিকাট
যোগাযোগঃ 917-767-4632, 718-441-4883, 201-436-1168

প্রবাসী বনভোজন -২০০৫

তারিখঃ ১৭ই জুলাই, রবিবার
স্থানঃ গ্লেন আইল্যান্ড পার্ক, নিউ রোশেল, নিউইয়র্ক
যোগাযোগঃ 917-767-4632, 718-441-4883, 201-436-1168

প্রবাসী'র বড়দিন পুনর্মিলনী-২০০৫

তারিখঃ ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০০৫ সোমবার
স্থানঃ কুইন অব এ্যানজেলস চার্চ অডিটোরিয়াম সানিসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক
যোগাযোগঃ 917-767-4632, 718-441-4883, 201-436-1168

২য় বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সম্মেলন -
(মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ও ওয়াশিংটন ডি.সি.)

তারিখঃ ২ ও ৩ জুলাই, ২০০৫
স্থানঃ মেরীল্যান্ড
যোগাযোগঃ 703-741-7122 301-351-8519

বার্ষিক বনভোজন - খ্রীষ্টান যুব সমাজ

তারিখঃ ১৬ই জুলাই, শনিবার
স্থানঃ স্যানডি পয়েন্ট ষ্টেট পার্ক
যোগাযোগঃ 301-384-4921, 201-277-7233

বড়দিন মিলন মেলা - খ্রীষ্টান যুব সমাজ

তারিখঃ ২৬শে ডিসেম্বর, সোমবার
স্থানঃ সেন্ট ক্যামিলুস চার্চ হল, মেরী ল্যান্ড
যোগাযোগঃ 301-384-4921, 201-277-7233

বার্ষিক বনভোজন - বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন

তারিখঃ ২৪শে জুলাই, রবিবার
স্থানঃ গান পাউডার গল্‌ফ ষ্টেট পার্ক, বাল্টিমোর
যোগাযোগঃ 240-295-0581, 301-572-7839

ইয়ুথ সেমিনার - বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন

তারিখঃ আগষ্ট ২০০৫ (তারিখ পরে জানানো হবে)
স্থানঃ সেন্ট ক্যামিলুস চার্চ, অডিটোরিয়াম, ম্যারিল্যান্ড
যোগাযোগঃ 240-295-0581, 301-572-7839

বড়দিন ও নূতন বৎসরের অনুষ্ঠানঃ
বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন

তারিখঃ ১লা জানুয়ারী, রবিবার, ২০০৬
স্থানঃ সেন্ট ক্যামিলুস চার্চ অডিটোরিয়াম, ম্যারিল্যান্ড
যোগাযোগঃ 240-295-0581, 301-572-7839

PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION, INC.
P.O. Box - 1258 Madison Square Station
New York, NY 10159-1258